জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দেশত্যাগের হিড়িক

মোদি জমানায় বিগত ৫ বছরে নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন প্রায় ৯ লক্ষ ভারতীয়। উদ্বেগ তৈরি হয়েছে 'ব্রেন ড্রেন' নিয়ে। পরিসংখ্যানই বলছে, এ-বছরে দেশ ছেড়েছেন ২ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়। পরপর ৩ বছর এই ধারা চলছে

স্বাভাবিক নিম্নচাপ

চলতি বছর বর্ষায় এই নিম্নচাপ একেবারেই স্বাভাবিক। উত্তর বঙ্গোপসাগরে আবার সিস্টেম তৈরি হবে। ফলে ফের বৃষ্টি বাড়বে। তবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি কমবে

৩০ জুলাই পর্যন্ত স্নাতক স্তরে বাড়ল ভর্তির আবেদনের সময়

রাজস্থানে স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৭ পড়ুয়ার, আহত ৫০

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৩ • ২৬ জুলাই, ২০২৫ • ৯ শ্রাবণ ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 63 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 26 JULY, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

এসআইআর এবং ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে তৃণমূল-সহ বিরোধী জোটের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ।

বিদ্বেষে খুন বাঙালি

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ এবার চরমে পৌঁছল। এতদিন রাজ্যে রাজ্যে বাংলায় কথা বললে হয়রানি-হেনস্থা ও পুশব্যাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবার বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষে ঝরল রক্ত। বাংলার শ্রমিককে খুন হতে হল বিজেপির মহারাষ্ট্রে। আবার আর এক বিজেপি-রাজ্য রাজস্থান থেকে পে-লোডারে করে কাঁটা তারের ওপারে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ তিনি। হরিয়ানায় মালদহ-নদিয়ার অন্তত ৩ ডজন শ্রমিককে বাংলা বলার অপারাধে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করে রেখেছে। এদিকে দিল্লির জয় হিন্দ কলোনিতে আজও ফেরেনি জল-আলো। আইনি লড়াইয়ে উচ্ছেদ রোখার পর এবার তৃণমূল লড়াই চালাচ্ছে বাঙালি-অধ্যুষিত কলোনিতে জল-আলো ফেরানোর। শুক্রবার তৃণমূলের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল যায় বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনি পরিদর্শনে। একইসঙ্গে সংসদেও তৃণমূলের নেতৃত্বে বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে চলছে প্রতিবাদ-আন্দোলন। শুধু বাংলা-বাঙালি হেনস্থাই নয়, মনরেগার তালিকা থেকেও বাংলার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছে তৃণমূল।

উত্তর ২৮ পরগনার বাদুড়িয়া থেকে মহারাষ্ট্রে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন আবু বক্কর মণ্ডল (৩০)। বিজেপির এত বাংলা-বিদ্বেষ যে, বাংলায় কথা বলার অপরাধে ওই শ্রমিককে (এরপর ১০ পাতায়)

চক্রান্তের নোটিশ। শেষ দেখে ছাড়ব। বললেন অঞ্জলি শীল।

- **বিজেপি শাসিত রাজ্যে হেনস্থা হলে ফোন করুন এই মোবাইল নম্বরে— ৯১৪৭৭২৭৬৬৬, জানাল রাজ্য পুলিশ**
- **মহারাষ্ট্রে শ্রমিককে টুকরো-টুকরো করে ফেলা হল ডোবায়**
- **রাজস্থানে মালদহের শ্রমিক আমির শেখকে পে-লোডারে পুশব্যাক**
- **বসন্তকুঞ্জে জল-আলো ফেরানোর লড়াইয়ে নামল তৃণমূল**
- **ভাষাসন্ত্রাস ও এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারও উত্তাল সংসদ**

ফেরত কেন্দ্রের, স্পষ্ট হল ধর্ষক খুনিদের ফাঁসি চায় না বিজেপি

প্রতিবেদন : স্পষ্ট হয়ে গেল বিজেপির দ্বিচারিতা। এরা মুখে এক, কাজে আর-এক। প্রমাণ হয়ে গেল ধর্ষক-খুনিদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড চায় না বিজেপি। কারণ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ-হওয়া অপরাজিতা বিল ফেরত পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। সূত্রের খবর, এই বিল এবার বিধানসভাকে ফেরত পাঠাবেন রাজ্যপাল। পুরো বিষয়টি নিয়ে খোঁজ-খবর করছে দল। যদি এই বিল ফেরতের ঘটনা সত্য হয়, তবে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার এ-বিষয়ে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষে বলেন, নারীনির্যাতন-নারীসুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতটা উদ্বিগ্ন— তিনি চান নারীদের ওপর অত্যাচার-করা ধর্ষক-খুনিদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি হোক। কিন্তু বিজেপি মনে করে ঠিক তার উল্টো। বিজেপি সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড চায় না। তারা তো নারীনির্যাতনকারীদের নিয়ে সংসদে (এরপর ১০ পাতায়)

অপরাজিতা বিল

ওএমআর শিট প্রকাশ করা হবে না

নতুন পরীক্ষা হবে স্কুল সার্ভিসে, সাফ জানাল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : এসএসসি-র অবস্থানকেই মান্যতা দিল শীর্ষ আদালত। এসএসসি-র নতুন পরীক্ষার সিদ্ধান্তে অনড় রইল শীর্ষ আদালত। খারিজ করে দিল ওএমআর শিট প্রকাশের আর্জি জানিয়ে মামলা। মামলা খারিজ করে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানিয়ে দিল, নতুন করে দরজা খোলার প্রয়োজনীয়তা নেই। এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত। ঘোষণা হয়ে গিয়েছে পরীক্ষার দিন। এখনও পরীক্ষা না দিয়ে চাকরির দাবিতে অনড় এক শ্রেণির এসএসসি চাকরিহারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে ফের একবার সেই সুপ্রিম কোর্টেরই দ্বারস্থ যোগ্য চিহ্নিত চাকরিহারাদের একটি অংশ। যদিও কোনওভাবেই আর এই আবেদন শুনবে না সুপ্রিম কোর্ট, স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল পর্যবেক্ষণে। চাকরিতে পুনর্বহাল থেকে ওএমআর প্রকাশের মামলা গ্রহণই করল না শীর্ষ আদালত। ২০১৬ এসএসসি মামলায় যোগ্য হিসাবে চিহ্নিত চাকরিহারাদের একটি অংশ কোনওভাবেই আদালতের রায় মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের প্রথম দাবি, কোনওভাবে পরীক্ষা না দিয়ে তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এ ধরণী

এ ধরণীর মাটির বাঁধন
বাঁধুক জোরে মোদের,
সোনার মাটির চেয়েও খাঁটি
দেশটা সবার নিজের।

এই মাটির প্রতি ধূলিতে
জন্ম নবজাগরণের
এই মাটির বীরত্ব পূর্ণে
ধন্য জন্ম মোদের।

এই মৃত্তিকায় বরণীয় সব
বীর সন্তানের দল
এই মাটিতেই গড়তে হবে
সফল সাধনার ফসল।

এই মাটিতেই জন্ম নিয়েছে
অনেক ইতিহাস দীক্ষা,
এই ধরণীই দিক সবারে
প্রকৃত মানব শিক্ষা।

একশো দিনের কাজের তালিকা থেকে বাংলা বাদ!

প্রতিবেদন : বাংলার সঙ্গে পরিকল্পিত বঞ্চনা করেই চলেছে বিজেপি সরকার। এবার মনরেগার তালিকা থেকে বাদ দিয়েই দেওয়া হল বাংলার নাম। এই পরিকল্পিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমুল কংগ্রেস। রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, বাংলা কি দেশের বাইরে? কেন বাংলার নাম নেই তালিকায়? তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন মনরেগা প্রকল্পের অধীনে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ নিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে তালিকা পেশ করা হয়েছে সেখানে বাংলার নাম উল্লেখই করা হয়নি! এ-প্রসঙ্গে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, গত অর্থবর্ষের (এরপর ১০ পাতায়)

জগন্নাথধামে বিদেশিদের ভিড়

সামাল দিতে হোটেল কর্মীদের কর্মশালা পর্যটন দফতরের

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এখন রাজ্যে পর্যটনের জোয়ার। দিঘায় জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর থেকে যে হারে দেশি-বিদেশি পর্যটক বাড়ছে, তাতে বেজায় খুশি ছোট দোকানদার থেকে হোটেল ব্যবসায়ীরা। এবার অতিথি আপ্যায়নের কথা মাথায় রেখে বিদেশি পর্যটকদের সৈকত নগরীতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে পর্যটন দফতর। দিঘার হোটেল-কর্মীদের আচার-ব্যবহার এবং অতিথি আপ্যায়নের প্রশিক্ষণ দিতে আয়োজিত হল বিশেষ কর্মশালা।

দিঘা এখন আর শুধুমাত্র পর্যটনকেন্দ্র নয়, তীর্থক্ষেত্রও বটে। পরিসংখ্যান বলছে, জগন্নাথধাম উদ্বোধনের আগে বছরে ৫০ লক্ষ পর্যটক দিঘায় ছুটি কাটাতে যেতেন। কিন্তু মন্দির উদ্বোধনের পর গত দু'মাসেই সংখ্যাটা ৩০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাশিয়া, ইউক্রেন, চিন, নেপাল-সহ নানা দেশের পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 July, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৯
কারগিল বিজয় দিবস। এ বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়ে লাহোর ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। কিন্তু শীতের শেষে পাহাড়ে বরফ গলার সুযোগ নিয়ে পাক সেনা ও তাদের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ওই চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। দখল নেয় কারগিল আউটপোস্টে। বিষয়টা নজরে আসামাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী পাল্টা লড়াই দেয়। আজকের দিনে টানা ৬০ দিন যুদ্ধের পর পাক অধিকৃত আউটপোস্টটি পুনরুদ্ধার করে ভারতীয় সেনা। কারগিল যুদ্ধে ৫২৭ জন ভারতীয় জওয়ান প্রাণ দিয়েছিলেন। আজকের বিজয় দিবসে তাঁদের আত্মবলিদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দেশবাসী।

১৯৫২
মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২) প্রয়াত হলেন। বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাঙালি কবি এবং সাহিত্য সমালোচক। এ-ছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবন্ধকার ছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নিপুণ বিশ্লেষণ ও ভাব-গম্ভীর ভাষার মহিমায় মোহিতলালের সমালোচনাধর্মী গ্রন্থগুলো ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

১৮৭৭ শিকাগো রেল ধর্মঘটে এদিন যোগ দেন অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকরাও। উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে দাঙ্গা বেধে যায়। প্রাণ হারান ২৬ জন, আহতের সংখ্যা শতাধিক। শিকাগোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এদিন সন্ধ্যায়। গোটা আমেরিকা জুড়ে রেলকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও আরও নানা দাবিদাওয়া নিয়ে যে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ১৪ জুলাই, তারই অঙ্গ শিকাগোর এই ঘটনা। টানা ৬৯ দিন চলেছিল রেল ধর্মঘট। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল আমেরিকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি।

১৮৫৬
জর্জ বার্নার্ড শয়ের (১৮৫৬–১৯৫০) জন্মদিন। এই আইরিশ নাট্যকারের কলম থেকে আমরা পেয়েছি 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান', 'মেজর বারবারা', 'দ্য ডক্টরস ডিলেমা', 'সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা', 'পিগম্যালিয়ন' ইত্যাদির মতো কালজয়ী নাটক। সাহিত্য-সমালোচকদের মতে, শেক্সপিয়রের পর তিনিই ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তিনি 'ফেবিয়ান সোসাইটি' তৈরি করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনও পুরস্কার নেবেন না বলে 'অর্ডার অব মেরিট' প্রত্যাখ্যান করেন।

১৭৪৫
প্রথম মহিলা ক্রিকেট ম্যাচ এদিন অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডের সারিতে গিল্ডফোর্ডের কাছে। ব্র্যামলে একাদশ বনাম হ্যাম্বেলডন একাদশের মধ্যে এই ম্যাচে সব খেলোয়াড়েরই পোশাক ছিল সাদা। তবে তফাত ছিল চুলের ফিতেয়। ব্র্যামলের মেয়েরা মাথায় বেঁধেছিলেন নীল ফিতে আর হ্যাম্বেলডনের মেয়েদের চুলের ফিতের রং ছিল লাল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু দর্শক সাক্ষী ছিল সেদিনের ঐতিহাসিক ঘটনার। হ্যাম্বেলডন ম্যাচটি জেতে।

১৮৬৫
রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫–১৯১০) জন্মদিন। কবির লেখা গান "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" আজও মানুষের মনে দেশাত্মবোধের ঢেউ তোলে। অধুনা বাংলাদেশের পাবনাতে কবির জন্ম। এন্ট্রান্স পাশ করেন কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। আইন নিয়ে পড়াশোনা করে রাজশাহি আদালতে কিছুদিন ওকালতি করেন। দেশাত্মবোধক গানের পাশাপাশি বহু ভক্তিগীতি ও হাসির গান লিখেছেন।

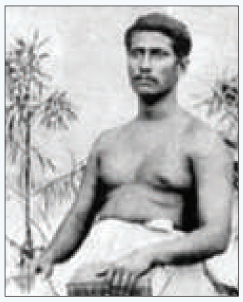

পার্টির কর্মসূচি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি জনমুখী প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' তারই প্রস্তুতিতে হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা-সহ অন্যরা।

অসমে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের আগে, চিরাং জেলার কাজলগাঁওয়ের বিলাসপুর এবং রৌমারিতে জিতেন নারজারির নেতৃত্বে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা অসম তৃণমূল কংগ্রেস।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫৪

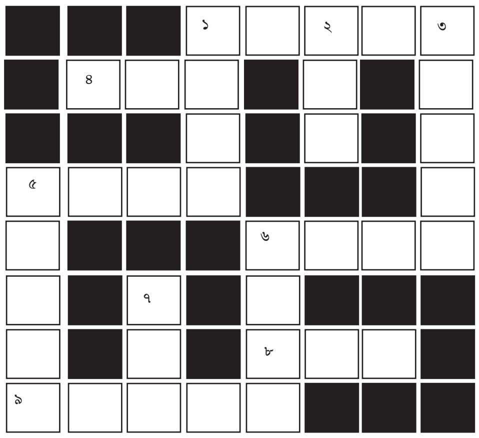

পাশাপাশি : ১. সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থবিশেষ ৪. প্রাচীনপন্থী ৫. হেলে সাপ ৬. মহার্ঘ ৮. পাপী, পণ্ডিত ৯. অভিশপ্ত অবস্থার শেষ।

উপর-নিচ : ১. ক্রমে ক্রমে ২. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩. পারিশ্রমিক-স্বরূপ অর্থ ৫. সর্বদা, সবসময় ৬. অরুচি ৭. জাঁক, অহংকার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫৩ : পাশাপাশি : ১. সোমপা ৩. ভানুমান ৫. টাকারআন্ডিল ৭. বারিজ ৮. দন্তক ১০. মানবশরীর ১২. সংহৃত ১৩. রসিত। **উপর-নিচ :** ১. সোমস্তবা ২. পালটাজবাব ৩. ভাসুর ৪. নকল ৬. আমদরবার ৯. কন্দলিত ১০. মার্কেস ১১. শঙ্কিত।

২৫ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৫৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৩৪	৮৬.১৮
ইউরো	১০২.৭৪	১০১.১১
পাউন্ড	১১৭.৬২	১১৬.০০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রুক্মিণী মৈত্র

■ সৌমি তৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিধানসভায় বনমহোৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একঝলক

আমার শহর

26 July, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বিধানসভায় বনমহোৎসবের সূচনায় মন্ত্রী বীরবাহা

পরিবেশরক্ষায় সারা বছরই থাকুক বৃক্ষরোপণের সদিচ্ছা

প্রতিবেদন : অরণ্য সংরক্ষণের বার্তা দিতে প্রথা মেনে রাজ্য বিধানসভা ভবনে জমজমাট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল বনমহোৎসব। বৃহস্পতিবার এই বনমহোৎসবের সূচনা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন অধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ অন্য বিধায়করা।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, শুধু জুলাই মাসেই নয়, গাছ লাগানোর সদিচ্ছা সারা বছর বজায় রাখতে হবে। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট নয়, নিয়মিত করতে হবে গাছের পরিচর্যা। পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, শুধু সরকারের পক্ষে পরিবেশ বাঁচানো সম্ভব নয়। সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সবাইকে। নগরায়ন বা শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বটাও নিতে হবে সবাইকে। তাঁর কথায়, রাজ্যে জঙ্গল বাড়ছে। বাংলায় আমরা ২২.৮ শতাংশ জঙ্গল বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ করেছি। মানুষের মধ্যে বৃক্ষরোপণ নিয়েও সচেতনতা বেড়েছে। সবাই বুঝতে পারছেন, গাছ ছাড়া উপায় নেই। অধ্যক্ষ বলেন, বিধানসভার অনুষ্ঠান বলেই প্রত্যাশা ছিল সব বিধায়ক আসবেন। ব্যক্তিগত কাজ থাকতেই পারে, কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝা উচিত বিধায়কদের।

■ বিধানসভায় বনমহোৎসবের উদ্বোধনে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাজমুল হোসেন, দেবাশিস কুমার, নির্মল ঘোষ, সুপ্তি পাণ্ডে-সহ অন্যরা।

হেরিটেজ উন্নয়নে এবার কিউআর কোড পুরসভার

প্রতিবেদন : কলকাতা শহরের ঐতিহ্য রক্ষায় আরও উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা। এবার থেকে কলকাতার প্রতিটি হেরিটেজ ভবনের সামনে থাকবে বিশেষ কিউআর কোড, যা স্ক্যান করলেই সংশ্লিষ্ট ভবনের ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য চলে আসবে হাতের মুঠোয়। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে'র হেরিটেজ রক্ষা ও পর্যটনে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষা বিভাগের মেয়র পরিষদ স্বপন সমাদ্দার। পুরসভার আওতাধীন হেরিটেজ-১ ক্যাটেগরির ভবনগুলির তথ্য নিয়ে একটি পর্যটন-গাইডবুক প্রকাশের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মেয়র পারিষদ বলেন, শহরে বর্তমানে মোট ১৩৯২টি হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে। এর মধ্যে ৭১৭টি হেরিটেজ-১ শ্রেণিভুক্ত। এই সমস্ত ভবনের সামনে 'ব্লু ফ্ল্যাগ' লাগানোর কাজ চলছে। একইসঙ্গে, প্রযুক্তিগতভাবে আরও আধুনিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিটি হেরিটেজ ভবনের সামনে কিউআর কোড বসানো হচ্ছে, যা স্ক্যান করলেই সেই ভবনের ইতিহাস, স্থাপত্যশৈলী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা যাবে। ইতিহাসে আগ্রহী ছাত্রছাত্রী থেকে পর্যটক, সকলের কাছেই এই ব্যবস্থা উপযোগী হবে।

পুরসভার অধিবেশনে এবার থেকে বাংলাতেই প্রশ্নোত্তর

প্রতিবেদন : ইংরেজি কিংবা হিন্দি নয়, এবার বাংলাতেই হবে মাসিক অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্ব। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এক কাউন্সিলরের ইংরেজিতে প্রশ্নের প্রশ্নের পর এমনটাই ঘোষণা করলেন চেয়ারপার্সন মালা রায়। সেই প্রশ্নের জবাবও বাংলাতেই দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার চলছে, তার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতিরক্ষায় ভাষা আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। এমতাবস্থায় এদিন মাসিক অধিবেশনের শুরুতে এক কাউন্সিলর ইংরেজিতে তাঁর প্রশ্ন জানালে চেয়ারপার্সন মালা রায় বলেন, ইংরেজিতে নয়। পুরসভার অধিবেশনে এখন থেকে বাংলা ভাষাতেই প্রশ্নোত্তরের উপর জোর দেওয়া হোক। এই ঘোষণায় সমর্থন জানান সমস্ত কাউন্সিলর। মেয়র ফিরহাদ হাকিমও সেই প্রশ্নের উত্তর বাংলাতেই দেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহানাগরিক বলেন, আমি তো ইংরেজি বেশি জানি না। তাই বাংলাতেই বলি। বাংলায় প্রশ্নোত্তর হলে ভালই হবে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়। বাংলায় জোর দেওয়া নিয়ে চেয়ারপার্সন মালা রায় জানান, বাংলা ভাষার উপর যে সন্ত্রাস চলছে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিকে-দিকে প্রতিবাদে নেমেছে মানুষ। তাই কলকাতা পুরসভাতেও বাংলায় জোর দিতে হবে। যেহেতু বাংলার পুরসভা, বাংলার মানুষের পুরসভা তাই বাংলা ভাষায় আলোচনা বাধ্যতামূলক। তাঁর সাফ কথা, অনেক কাউন্সিলর আছেন যাঁরা বাংলাভাষী নন। বাংলা লিখতে বা পড়তে পারেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বাংলায় বসবাস করেন, এলাকার মানুষের সঙ্গে বাংলাতেই কথাবার্তা বলেন। তাই অধিবেশনে বাংলায় প্রশ্ন করতে বা শুনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কর্মক্ষেত্রে নারী-সুরক্ষায় জোর দিতে চেঞ্জেস ইন এমসিএ পোর্টাল কর্মশালা

প্রতিবেদন : কাজের জায়গায় মহিলাদের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে 'চেঞ্জেস ইন দ্য এমসিএ পোর্টাল' শীর্ষক কর্মশালা করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার এই কর্মশালার আয়োজন হয়েছিল শিল্প সদনে। পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকশন দফতর এই কর্মশালার আয়োজন করে। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। কোম্পানিজ অ্যাক্ট অ্যান্ড 'করেসপন্ডিং রুলস বাই দ্য এমসিএ' বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে 'এমসিএ ২১ পোর্টাল'-এ। এই বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সম্যক ধারণা দিতে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। কাজের জায়গা মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ করা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ও অন্যান্য কাজ সুরক্ষিত করা, কাগজহীন কাজ চালু করা, ভেরিফিকেশন আরও শক্তিশালী করার মতো বিষয়গুলি রয়েছে পরিবর্তিত ব্যবস্থায়। সেগুলি যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি সংস্থাগুলিতে সহজে বাস্তবায়িত করে তার জন্যই এই কর্মশালা।

■ এমসিএ পোর্টালে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন নিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। শুক্রবার শিল্প সদনে।

তলিয়ে গেলেন এক পুণ্যার্থী

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর: নিম্নচাপের জেরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকায়। সরকারি সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গঙ্গাসাগরে সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন ভিনরাজ্যের এক পুণ্যার্থী। উত্তরপ্রদেশ থেকে ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি দল বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য আসে। পুজো দেওয়ার আগে এক যুবক গঙ্গাসাগরে সমুদ্রস্নান করতে নামেন।

■ ইউজিসি-র নেট জিআরএফ পরীক্ষায় বাংলা বিভাগে দেশের সেরা পূর্ব বর্ধমানের নিলুফা ইয়াসমিন। বৃহস্পতিবারই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখমন্ত্রীর দেওয়া শুভেচ্ছাপত্র জেলাশাসকের দফতরে নিলুফার হাতে তুলে দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক পৌষালী চক্রবর্তী।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন

প্রতিবেদন : এবার ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য পুলিশ। তাঁদের সাহায্যের জন্য চালু করল বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর (৯১৪৭৭-২৭৬৬৬, এই নম্বরে শুধু হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে)। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে যোগাযোগ করুন রাজ্য পুলিশের হেল্পলাইনে। বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অনেকে নানা সমস্যার মুখে পড়ছেন এবং হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পাচ্ছি। কিন্তু যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের লোকজন এই সমস্যার কথা কাকে জানাবেন, কীভাবে জানাবেন, সেই বিষয়ে ওঁদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া নাগরিকরা যদি কোনও ধরনের সমস্যায় পড়েন, তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের কাছে আমাদের আবেদন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্থানীয় থানায় জানান। জেলার কন্ট্রোল রুমেও জানাতে পারেন। এছাড়া, পরিবারগুলির সুবিধার্থে আমরা চালু করছি একটি হেল্পলাইন। ৯১৪৭৭-২৭৬৬৬, এই নম্বরে শুধু হোয়াটসঅ্যাপ করা যাবে। মেসেজ করে প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে দিতে পারেন, নিজের নাম-ঠিকানা-সহ। প্রতিটি তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

26 July, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি, এটা বাংলা

এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার। কোথায় দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি সরকার! সুস্থতার সঙ্গে বেঁচে থাকাটাই এখন নাগরিকদের কাছে চ্যালেঞ্জের হয়ে গিয়েছে। কখনও বলা হচ্ছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড থাকলেও নাগরিক নয়। কখনও ভিন রাজ্য থেকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে বাঙালিদের কাছে। বলা হচ্ছে এনআরসি নোটিশ। কেন, কীজন্য, কিসের উদ্দেশ্যে? বিজেপি রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার শ্রমিকদের গ্রেফতার, আটকের পর খুন করা হচ্ছে, অপহরণ করা হচ্ছে। বিজেপি কার্যত পরিকল্পনা করেই বাংলার বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাচ্ছে। অঞ্জলি শীল বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে অসমে থাকতেন। তাঁকে এনআরসি নোটিশ ধরানো হয়েছে। এবার ৩০ বছর আগে অসম থেকে বাংলায় চলে আসা কোচবিহারের মাথাভাঙার নিশিকান্ত দাসকে এনআরসি নোটিশ ধরানো হয়েছে। কিসের এনআরসি, কাদের এনআরসি? কেন এই নোটিশ। দেশের প্রত্যেকটা মানুষকে এখন প্রমাণ করতে হবে তারা ভারতীয়! মানুষকে নিয়ে ছেলেখেলা করছে বিজেপি। এরা ক্ষমতায় এলেই দেশে অস্থিরতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নিয়ে মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করে ফায়দা তোলা। বাংলার বিরুদ্ধে এসব করতে গিয়ে কার্যত গণবিক্ষোভের মুখে পড়েছে বিজেপি। ভাবছে এনআরসি, সিএ ব্যর্থ হল তো কী হয়েছে, এসআইআর আছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো ভোটার কেটে পিছনের দরজা দিয়ে ভোটে জেতার খেলা। মুম্বই, হরিয়ানায় এসব করেছে। কিন্তু ভুলে গিয়েছে, বাংলার মাটি অন্য মাটি। চক্রান্ত হলে জবাব দেয়। আর সেই জবাব দেন জনতাই। বিজেপির এই রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে জবাব দেবেন বাংলার মানুষ।

ফেরেপ্পাবাজ আর কাকে বলে!

১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ টাকা ঢোকেনি রাজ্যের তহবিলে। সেই নিয়ে কাটাছেঁড়ার মধ্যে রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রশ্নের জবাব দিল বিজেপি সরকার। কেন্দ্রের লিখিত জবাবে সমস্ত রাজ্যের নাম, বকেয়া এবং বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক যুদ্ধে এঁটে উঠতে না-পেরে বাংলাকে দেশের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চাইছে মোদি সরকার। এটা বাংলা এবং বাঙালি বিদ্বেষের প্রকাশ। বাংলার প্রায় ১০ কোটি মানুষ এই অপমানের জবাব দেবে আগামী বিধানসভা ভোটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে যুদ্ধ করতে পারছেন না বলে বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বাংলার ন্যায্য, হকের টাকা আটকে রেখেছেন, দিচ্ছেন না, এগুলো তো ছিলই। বাংলাভাষীদের প্রতিটি রাজ্যে আক্রমণ করছেন। এখন সংসদে প্রশ্নের উত্তরেও বাংলার নাম নেই! এভাবে বাংলাকে ব্রাত্য করতে পারবেন না। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ আপনাদের ব্রাত্য করে দেবে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সেই বাবদ প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের। পর পর নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে পরাজিত হওয়ায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত রাজ্যের মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। স্মর্তব্য, সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট একটি নির্দেশে বলেছে, আগামী ১ অগাস্ট থেকে ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হবে। কেন্দ্রের উদ্দেশে বলা হয়, দুর্নীতি রুখতে দিল্লি নজরদারি চালাতে পারে, শর্ত দিতে পারে। কিন্তু প্রকল্প অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে পারে না।

— অংশুমান পোদ্দার, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ভাষা আন্দোলন দিচ্ছে ডাক
বিজেপি এবার নিপাত যাক

মহানায়ক নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি জলঢোঁড়া চক্কোত্তি। গদ্দার কুলের পোদ্দার অধিকারী কিংবা অবলাকান্ত বাজনাদার, কারও মুখে বাঙালি-বিদ্বেষের প্রতিবাদে কোনও কথা নেই। দিল্লিদানবের দস্যুপনা রুখতে পারেন একজনই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

বাঙালি : বাংলা মে বোলতা কো বোলতা বোলতা হ্যায়। তব হিন্দি মে বোলতা কো কেয়া বোলতা হ্যায়?
হিন্দিভাষী : আরে ছোড়িয়ে তো। আপ তব সে কেয়া বোলতা বোলতা লাগা রাখা হ্যায়?

ছোট্ট এই কথোপকথনটি সরলসিধা বাঙালি এবং গোবলয়ের এক ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর। সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন। আসলে বাংলার মানুষের মতোই এই ভাষাটাও সারল্যে ভরপুর। এবং ততোধিক মিষ্টি। মিষ্টতার নিরিখে বাংলার সঙ্গে তুলনা আসতে পারে দুনিয়ার অন্যতম বেহতরিন লভস উর্দুর।

আর ওপরের কথোপকথনে হিন্দিভাষী ভদ্রলোক কিন্তু ধৈর্য ধরে কথা শুনছেন, তা নয়। তিনি ততক্ষণে মতলব খুঁজছেন। যে এতে তাঁর ফায়দা কতখানি? বেকার বকর বকর করার বান্দা ওনারা নন। আর বাঙালি ততটাই সরল। মেধা অফুরান। বাঙালির প্রতিভার বিচ্ছুরণে তামাম দুনিয়া আলোকিত। কিন্তু ওই যে বদ-অভ্যেস একটা জন্মগত। বাঙালি যে বড় উপকারী মনোভাবাপন্ন। রাস্তার কোনও মানুষ যদি ঠিকানা জানতে চায় এখনও অধিকাংশ বাঙালি সব কাজ ভুলে অসহায় মানুষটিকে প্রায় তাঁর গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে তবে ক্ষান্ত হন। বাঙালির সরলতার সুযোগ নিয়ে গেরুয়া ব্রিগেড চিরকালই ঠকিয়ে চলেছে আমাদের। শুরুটা সামনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লোগো লাগিয়ে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়া দিনদয়াল উপাধ্যায়কে দিয়ে। গুজরাতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গগনচুম্বী স্ট্যাচু স্থাপনের সময় ভুলেও শ্যামাপ্রসাদের কথা মনে পড়ে না এদের। তাছাড়া আরএসএস জন্মলগ্ন থেকেই গণেশ ওল্টানোর খেলায় সুপ্রসিদ্ধ। তাদের তৈরি জনসংঘের ঝাঁপ বন্ধ করে প্রবল ইন্দিরা-বিরোধী হাওয়ায় জনতা দলে ভিড়ে যাওয়া। পরবর্তীতে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বিজেপি নামক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা। এখন আবার নাগপুর বনাম গুজরাতের যে দ্বন্দ্ব বেধেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বিজেপির গণেশ উল্টে গেলেও অবাক হতে হবে না।

বাঙালিমাত্রই ধোয়া তুলসীপাতা তা বলছি না। গদ্দার অধিকারী, অচল ঘোষ, ন্যাড়া বাগচীরা হল সেই বিরলতম যারা আপামর বাঙালির সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা করে। ওই ব্রিটিশ আমলে ছিল না, ইংরেজদের তাঁবেদারি করে রায়বাহাদুর উপাধি বাগিয়ে নেওয়া বাঙালি। আর গদ্দার অধিকারীরা যে দলের হয়ে এইমুহূর্তে হম্বিতম্বি করছেন সে দলের ইতিহাসের ছত্রে-ছত্রে ব্রিটিশের দাসত্ব ও মুচলেকার ইতিহাস খোদাই করা আছে। এই মুহূর্তে বাঙালি বিভীষণদের তালিকায় আরও এক গদ্দারের আবির্ভাব হয়েছে। এমনিতে তিনি মরশুমি হিসেবেই পরিচিত। বাংলায় যখন তাঁর ইভেন্ট বা রিয়েলিটি শো থাকে তখন হঠাৎ হঠাৎ উদয় ঘটে। প্রচণ্ড গরমে গলায় মাফলায়, মাথায় উলের টুপি-সহ কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে দেখে কেমন অস্বস্তি হয় আমাদেরই। তার ওপর তিনি এমন এক অভিনেতা যিনি জীবনের মধ্যগগনে বাংলার দিকে ফিরেও তাকাননি। বলিউডি কেরিয়ারে ভাটা পড়ায় বাংলায় নোঙর বেঁধেছেন। সবথেকে বড় কথা বাঙালি-বিদ্বেষী বিজেপির হয়ে প্রচারে এসে তিনি

গোবলয়ের গোয়েবলসীয় অসত্য তথ্য পরিবেশন করে গেলেন। এমন একটা দিনে উত্তর কলকাতায় তাঁকে দেখা গেল যেদিনটা বাঙালির হৃদয়হরণ করা মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণদিবস। আপামর বাঙালি শোকবিহ্বল, নস্টালজিক।

অথচ মহানায়ক নিয়ে একটা শব্দও বেরোল না তথাকথিত 'মহাগুরু'র মুখ থেকে। তাঁর কাছে হয়তো এই মুহূর্তে 'মহানায়ক' নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদি। আগে যেমন জ্যোতি বসু ছিলেন তাঁর মহানায়ক! এভাবে গিরগিটির মতো রঙ বদলে মহানায়ক পাল্টানোর ইতিহাস তাঁকে সমগ্র বাঙালি সমাজের কাছে খেলো করে তুলেছে। এহেন মিঠুনবাবু যখন বলছেন, সারা দেশ জুড়ে বাঙালির ওপর অত্যাচারের খবর ভুল, তখন বোঝাই যায় কতটা মেরুদণ্ড বিকিয়ে বসে আছেন তিনি। ছেলেকে বাঁচাতে শেষপর্যন্ত এতটা নিচে নামলেন?

প্রতিনিয়ত তথ্য আসছে বাঙালির ওপর অত্যাচারের। একের পর এক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি খতরে মে। আর প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি-সহ পরিযায়ী পাখি বিজেপি নেতারা এখানে এসে বলে চলেছেন, তাঁরা নাকি বাঙালি অস্মিতা রক্ষা করবেন। এ যেন বেড়ালের গলায় মাছ খাব না'র ধাষ্টামো। বকতপস্বী বিজেপি নেতাদের বিশ্বাস করার পরিণাম কী হতে পারে তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে তামাম দেশবাসী। বস্তুত, দেশের সংবিধান নিয়েই টানাটানি করছে একদল হিংস্র শ্বাপদ। বেআব্রু করে দিচ্ছে ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশচুম্বী দামে নাভিশ্বাস উঠছে দেশবাসীর। দেশের জোটনিরপেক্ষ আদর্শের দলাইমালাই করে পুরো বিশ্বের দরবারে ভারতকে কোণঠাসা করে দিয়েছে মো-শা জুটির হঠকারী পদক্ষেপ। সঙ্গে বাঙালি বিদ্বেষের বুলডোজার নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে ইংরেজের বুট পালিশ করা গেরুয়া বাহিনী। পরাধীন ভারতে এই বাংলা থেকে একের পর এক অগ্নিযুগের বিপ্লবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ছিলেন। নেতাজি, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, বিনয়-বাদল-দীনেশরা যখন রক্ত ঝরাচ্ছেন তখন তাঁদের উজ্জীবিত করেছে বঙ্কিমের বন্দে মাতরম। জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবিঠাকুর থেকে নজরুল কে নেই! সেদিক থেকে ফের বাঙালি আরেক স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। গোটা দেশ জুড়ে বাঙালি মাত্রই রোহিঙ্গা (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) আর বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া শুরু হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। অসমের দলবদলু গৈরিক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তো সরাসরি বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে কুমন্তব্য করেছেন। দেশের বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে একের পর এক বাঙালির ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। হয় ডিটেনশন ক্যাম্প নয় বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া। গণতান্ত্রিক পথে বাংলা জয় দূরস্থ বুঝতে পেরে পিছনের রাস্তা দিয়ে এভাবে বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার কুৎসিত পথ নিয়েছে আরএসএস, বিজেপি। সুখের কথা, এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের ব্যাটন বাংলার নয়া রেনেসাঁর কান্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সিপিএমের ৩৪ বছরের লাগামছাড়া অত্যাচার, নিপীড়নের হাত থেকে যিনি বাংলা মা'কে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। দিল্লির দানবদের দস্যুপনাও তিনি ঠিক আটকে দেবেন।

এই বিশ্বাসে বলীয়ান আপামর বাঙালি!

টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ

মহারাষ্ট্র থেকে ছেলের দেহ ফিরতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন পরিবারের

সংবাদদাতা, বসিরহাট: বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে কুপিয়ে খুন। মহারাষ্ট্রের ভাসি পুলিশ থানার ওয়াসিগাঁও এলাকায় বছর ৩৩-এর আবুবক্কর মণ্ডলকে কুপিয়ে খুনের পর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তাবন্দি করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। মৃতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার রুদ্রপুরে। এই ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কাতর আবেদন করেছে তাঁর পরিবার।

আবুবক্করের মৃত্যুর খবর শোনার পর বাদুড়িয়ার বাড়িতে পরিবার।

বৃহস্পতিবার রাতেই বাদুড়িয়ার রুদ্রপুড়ে তাঁর বাড়িতে আনা হয় আবু বক্করের দেহ। ছেলের নিথর দেহ বাড়ি ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা-বাবা সহ অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনরা। তাঁর পরিবার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে। পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর এরকম অত্যাচার করে খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন করেছে তাঁর পরিবার। রাতেই তাঁর দেহ কবর দেওয়া হয়। বেশ কয়েকবছর হল মহারাষ্ট্রে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। সেখানেই তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। ২০ জুলাই সন্ধ্যার পর থেকে আবু বক্কর মণ্ডলের খোঁজ না পেয়ে ভাসি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার। পুলিশ তদন্তে নামে। গত মঙ্গলবার বাড়ির অদূরে একটি ডোবার ভেতরে বস্তাবন্দি অবস্থায় তাঁর টুকরো টুকরো করা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবার দেহ শনাক্ত করলে ময়নাতদন্তের পর মহারাষ্ট্র থেকে তাঁর কফিনবন্দি দেহ আনা হয় বাড়িতে।

কার্গিল দিবসের নামে এসআইআরের ছক!

প্রতিবেদন : ‘কার্গিল বিজয় দিবস’কে সামনে রেখে এবার নয়া ছক ‘বিজেপির নির্বাচন কমিশনের’। ‘কার্গিল বিজয় দিবস’ পালনের মোড়কে স্পেশ্যাল ইন্টেনসিভ রিভিশন-এর (এসআইআর) প্রচার চালাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। সেই উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠান করতে বেছে নেওয়া আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের প্রেক্ষাগৃহকেই। যদিও চাপের মুখে এখন নির্বাচন কমিশনের দাবি ওই অনুষ্ঠান নাকি তারা করছে না!

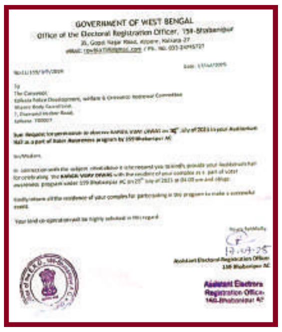

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Electoral Registration Officer, 159-Bhabanipur

এই মুহূর্তে বিহারের এসআইআর নিয়ে তোলপাড় দেশ। সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া জোট। বিহার বিধানসভায় রোজই প্রায় হাতাহাতি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বাংলার সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসকে স্বতন্ত্র করতে বলেছে। বাংলা-সহ সারা দেশেই ওই অভিযান চালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। যার অঙ্গ হিসেবে ভোটার তালিকা সংশোধন-পরিমার্জনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে কার্গিল দিবস উদযাপনে নেমে পড়েছে নির্বাচন কমিশন।

তৃণমূলের প্রশ্ন :

- **কেন নির্বাচন কমিশন কার্গিল দিবস পালন করবে?**
- **তা যদি করেও সেটা আলিপুর বডিগার্ড লাইনের প্রেক্ষাগৃহে কেন, যেখানে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম-সহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর কার্যালয় রয়েছে!**
- **সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বেছে বেছে ভবানীপুরের প্রেক্ষাগৃহ নেওয়া হল কেন?**

‘কার্গিল বিজয় দিবস’ উদযাপনকে সামনে রেখে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এসআইআরের উপযোগিতা প্রচার করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যকে না জানিয়েই কমিশন বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে চলেছে। অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের একাংশ বিজেপির কার্ড খেলতে শুরু করে দিয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, ইডি-ইসিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় মোদি সরকার। বিরোধীদের চাপে ফেলতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে আগেই সেই খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের।

নবান্ন অভিযানে না হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : যেহেতু পুলিশ অনুমতি দেয়নি তাই আগামী ২৮ জুলাই ও ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের নামে কোনও জমায়েত করা যাবে না। মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির করা মামলায় জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ২৮ জুলাই এবং ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। তা আটকাতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ব্যবসায়ী সমিতি জানিয়েছে, যেহেতু পুলিশ অনুমতি দেয়নি তাই ২৮ জুলাই কোনও জমায়েত নয়। মামলায় বেআইনি জমায়েত আটকানোর পাশাপাশি, নির্দেশ না মানলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ কড়া পদক্ষেপের আবেদনও জানানো হয়। সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি।

সিবিআইকে ভর্ৎসনা আদালতের

প্রতিবেদন : কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকার হত্যার তদন্তে সিবিআইয়ের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধায়ক পরেশ পালের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানিতে শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তদন্ত যথাযথ পদ্ধতিতে হচ্ছে না। কাজের যা গতিপ্রকৃতি, তাতে সিবিআই অফিসারদের বিরুদ্ধেই তদন্ত করতে হয়! আদালত এদিন সিবিআইকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, ঘটনার দিন পরেশ পালের টাওয়ার লোকেশন কী পাওয়া গিয়েছে? এ-সংক্রান্ত কী প্রমাণ রয়েছে? যদি প্রমাণ থাকে, তবেই আদালত বিচার করবে। অন্যথায় জামিন মঞ্জুর করবে। কেস ডায়েরি বা অন্য প্রমাণ মঙ্গলবারের শুনানিতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে। উল্লেখ্য, সিবিআই গত ২ জুলাই মামলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয়। সেখানে পরেশ পাল ছাড়াও নাম রয়েছে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এ-প্রসঙ্গে বলেন, বিগত নির্বাচনের আগের একটি বিতর্কিত ঘটনা। তার চার্জশিট দিচ্ছে এই নির্বাচনের আগে। সেখানে অসঙ্গতি তো থাকবেই। বিজেপির আবদারে সিবিআইএসব করেছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আদালতের বিচারপতির কাছে সেইসব অসঙ্গতিই ধরা পড়ছে। ফলে তিনি প্রশ্ন করছেন।

ভাষা বিদ্বেষ নিয়ে বাংলা গান

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের সম্মান রক্ষায় গর্জে উঠেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে এবার বাংলা গানের মধ্যে দিয়ে এই ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল তৃণমূলের আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখা। অভিযান ভট্টাচার্যের লেখা গানে সুর দিয়েছেন সৌম্যজিৎ পাল। গানটি তিনিই গেয়েছেন। শুক্রবার এই গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য।

‘এত অপমান সইবে না মাটি এখানেই তুমি শেষ’

পুরো গানটি

আমি বাংলায় গান গাই
আমি বাংলাতে গাইব
আমার ভাষার দাবি আমার ভাষাতেই চাইব
বাঙালিকে তুমি বিদেশি বানাতে চেয়ে করেছ ভুল
তোমায় ছিন্নভিন্ন করবে বাংলার তৃণমূল
এনআরসি আর ডিটেনশন ক্যাম্পে পোরার ভয়
যতই দেখাও বাঙালি
ওতে থামার পাত্র নয়
ধমনিতে বয় মাতঙ্গিনী সুভাষ সূর্য সেন
মুক্তিসূর্য মমতা দিদি তোমাদের রুখবেন
জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলার জয়
জয় মমতা জয় মমতা জয় মমতার জয়
বর্গি ব্রিটিশ তাড়ানো বাঙালি তোমায় করে না ভয়
ব্রিটিশের বুট চেটেচুটে সেজেছ দেশপ্রেমিক তুমি
বাঙালির খুনে তাজা আছে আছো আমার জন্মভূমি
সেই বাঙালির শিকড় ছিঁড়ে জানতে চাইছ দেশ
এত অপমান সইবে না মাটি এখানেই তুমি শেষ।

গদ্দার মিঠুন এখন উস্কানি দিচ্ছেন

প্রতিবেদন : আরামবাগে উসকানিমূলক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মিঠুন চক্রবর্তীকে ধুয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এ-বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মিঠুন তো দ্বিচারিতা করেছেন। উনি বলেন নকশাল আমলে ওঁকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল! যিনি নকশাল আমলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এখন বিজেপির ছেলেদের উসকাচ্ছেন গন্ডগোল করার জন্য? তার মানে ওটা মিথ্যাচার ছিল। নয়তো পাড়ায় এমন কোনও কাণ্ড করেছিলেন যে পাড়ার লোক বের করে দিয়েছিল। কুণালের কটাক্ষ, উনি নাকি প্রথমে নকশাল পরে সিপিএম, তারপর সুভাষ চক্রবর্তী, তারপর বুদ্ধবাবু, তার আগে জ্যোতি আঙ্কেল! কুণাল বলেন, অভিনেতা-শিল্পী মিঠুনকে প্রণাম করি। কিন্তু মানুষ-রাজনীতিবিদ মিঠুন বেইমান-নরকের কীট-গদ্দার। উনি রাইটার্সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বলেছিলেন, আমার ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম আমি। কারণ আইটিসি থেকে আমার সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন মিঠুন। এখন দ্বিচারিতা করলে হবে? চিটফান্ড-সহ একাধিক কেলেঙ্কারি থেকে বাঁচতে এখন বিজেপির দরজায় তিনি।

পার্ক হোটেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত বেঙ্গল রাইস কনক্লেভের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন শিল্পপতি শ্রীকান্ত গোয়েঙ্কা, বিভিন্ন কৃষি প্রতিষ্ঠানের কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

আজ রাজ্যপাল-উপাচার্য বৈঠক

প্রতিবেদন : আজ শনিবার রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজ্যপাল আচার্য সিভি আনন্দ বোস। উপাচার্যদের রাজভবনে যাওয়ার প্রয়োজনীয় অনুমতি উচ্চ শিক্ষা দফতর থেকে মিলেছে বলেও খবর। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আদালত স্পষ্টভাবে একথা জানিয়েও দিয়েছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো তালিকা থেকেই উপাচার্য নিয়োগ করতে বাধ্য থাকবেন আচার্য। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কিছু মতভেদ রয়েছে। এনিয়ে সমস্ত কথাই সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ শুনানিতে সরকারে পক্ষের আইনজীবী বিচারপতিকে জানিয়েছেন।

ভিতপুজো টিটাগড় ওয়াগনের

সংবাদদাতা, হিন্দমোটর: হিন্দুস্থান মোটরের বন্ধ কারখানার জমি ফিরিয়ে নিয়ে রাজ্য সেখানে শিল্পের জন্য লিজ দিয়েছে টিটাগড় ওয়াগনকে। সেখানেই কারখানার সেট তৈরির কাজ শুরু হবে কয়েকদিনের মধ্যে। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি পুজো করল টিটাগর ওয়াগান কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প উন্নয়নের যে উদ্যোগ রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে, তাতে হিন্দুস্তান মোটরের বন্ধ কারখানার জমি অধিগ্রহণ এবং টিটাগর ওয়াগানকে ৪০ একর জমি লিজ দেওয়া এবং বাকি জমিতেও অন্যান্য শিল্প স্থাপন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এতেই নতুন করে কর্মসংস্থানের আশা দেখছে হুগলির মানুষজন।

শুক্রবার ভিতপুজোয় সংস্থার কর্তারা।

রাস্তার পাশে আবর্জনায় পড়ে স্বাস্থ্যসাথী ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমার কার্ড। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উত্তর কাশীপুর থানার ভোগালি ২-এর ডুমরু এলাকার ঘটনা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ

বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ড গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে রাজ্য

‘কালিম্পং কফি’র চাষ বাড়ছে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাহাড়ে

প্রতিবেদন : বিশ্বের বাজারে বাড়তে থাকা কদর আর রফতানির সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে পাহাড়ে কফি চাষ নিয়ে এবার বড়সড় পরিকল্পনায় নামছে রাজ্য সরকার। কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলার সরকারি এবং বেসরকারি জমিতে ঢালাও কফি চাষ শুরু করতে চলেছে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতর। লক্ষ্য একটাই— ‘কালিম্পং কফি’কে ‘দার্জিলিং টি’র ধাঁচে আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

দফতরের কর্তাদের দাবি কালিম্পং কফি কেনিয়া বা ভিয়েতনামের কফির সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পারে। ইতিমধ্যেই কিছু কৃষক অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং কোরিয়ার বাজারে কফি রফতানি করছেন।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের সচিব স্মারকি মহাপাত্র জানিয়েছেন, রফতানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করছে রাজ্য সরকার। শীঘ্রই কফি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসবে দফতর। চাষের প্রযুক্তি এবং বিপণনের কৌশল নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হবে। এই মুহূর্তে পাহাড়ে প্রায় ১,২৫০ জন কৃষক কফি চাষের সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই কালিম্পং জেলার। এ বছর সরকারি জমি থেকে ১২ টন কফি চেরি সংগ্রহ হয়েছে, যার মধ্যে ২ টন ব্যবহার হয়েছে বীজতলা তৈরিতে। বেসরকারি জমি থেকেও এসেছে অতিরিক্ত ১৫ টন কফি।

ফিল্টার কফির জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই বেড়েছে কলকাতা, শিলিগুড়ি, কাঠমাণ্ডু ও সিকিমের বাজারে। বিশ্ব বাংলা স্টোরেও কালিম্পং ফিল্টার কফি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন দফতরের এক আধিকারিক। সম্প্রতি কেরলের এক ক্রেতা রাজ্য থেকে পুরো একটি ট্রাক বোঝাই পার্চমেন্ট কফি কিনে নিয়ে গিয়েছেন। কফি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ বাড়াতে রাজ্য সরকারকে প্রস্তাবও দিয়েছে এই দফতর। বর্তমানে একটি সরকারি কফি প্রসেসিং ইউনিট থাকলেও বেশিরভাগ প্রক্রিয়াকরণ বেসরকারি পর্যায়েই হচ্ছে। তিনটি নতুন কফি-ভিত্তিক পণ্যের উন্নয়নও করেছে রাজ্য—‘গ্রিন কফি’, ‘কফি বডি স্ক্রাব’ ও ‘হিমালয়ান চোকো কফি’। শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে এই নতুন পণ্যগুলি। রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ‘দার্জিলিং টি’র পর এবার ‘কালিম্পং কফি’ও বিশ্ববাজারে জায়গা করে নেবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টমহল।

বিগত পাঁচ বছরে বর্ষায় স্বাভাবিক নিম্নচাপ, সোমবার নতুন সিস্টেম

প্রতিবেদন : ভরা-বর্ষায় নিম্নচাপের বৃষ্টিতে নাজেহাল রাজ্যবাসী। কিন্তু চলতি বছর বর্ষায় এই নিম্নচাপ একেবারেই স্বাভাবিক বলে জানাচ্ছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক নিতাইচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, চলতি বছর বর্ষায় এইরকম নিম্নচাপ একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। বরং বিগত চার-পাঁচ বছরে বর্ষাকালে যে পরিমাণ নিম্নচাপ হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। আর তাতে ক্ষতি হয়েছে পরিবেশের। এই বৃষ্টি একেবারে উদ্বৃত্ত নয় বরং স্বাভাবিক। বিগত চার-পাঁচ বছরে কেন নিম্নচাপের ঘাটতি ছিল? নিতাইবাবু জানাচ্ছেন, গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বিভিন্ন রাজ্যে। সেই কারণেই অন্যান্য জায়গার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য বাংলায় তেমন নিম্নচাপ দেখা যায়নি।

এবার বর্ষা দেরি করে ঢুকলেও খুব একটা যে বিলম্ব হয়েছে তা নয়। তাই যথাসময়ে স্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু বিগত বছরগুলিতে বৃষ্টি কম হয়েছে সেই কারণে এই বছরের স্বাভাবিক বৃষ্টিকে অত্যধিক মনে হচ্ছে, এমনটাই মত এই আবহাওয়াবিদের। তিনি জানাচ্ছেন, সোমবার নতুন করে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে ফের বৃষ্টি বাড়বে। তবে আগামী বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিকেল চারটে পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে— পাগলাডাঙায় ১৮৫.৪ মিমি, মানিকতলায় ১৭৭ মিমি, ঠনঠনিয়ায় ১৫৮.৪ মিমি ও উল্টোডাঙায় ১৫৭ মিমি।

ভিন রাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য জেলা পুলিশের হেল্পলাইন চালু

সংবাদদাতা, বসিরহাট : দেশের বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন এলাকায় এলাকায় করতে হবে

বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগে
হেল্পলাইন
৯১৪৭৮-৮৮১৮৫

প্রতিবাদ সভা। এই আবহে এবার আসরে নামল জেলা প্রশাসন। বসিরহাট পুলিশ জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ডঃ হোসেন মেহেদী রহমানের উদ্যোগে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য চালু হল ২৪ ঘণ্টার বিশেষ হেল্পলাইন। যার মাধ্যমে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বসিরহাটের বাসিন্দাদের বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে। দেওয়া হয়েছে বিশেষ মোবাইল নম্বরও। ৯১৪৭৮-৮৮১৮৫ এই নম্বরে ফোন করলেই মিলবে সাহায্য। এমনই জানিয়েছেন বসিরহাটের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার। তিনি আরও জানান, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিফোনের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে। ইতিমধ্যে নম্বরটি বসিরহাট পুলিশ জেলার ফেসবুক পেজেও শেয়ার করা হয়েছে।

বিজেপি নেতা ভাঙচুর চালানোর পর হাসপাতালের পাশে কর্মাধ্যক্ষ

সংবাদদাতা, হুগলি : গত ২৪ জুলাই এক রোগী মারা যান শ্রীরামপুরের শ্রমজীবী হাসপাতালে। রোগীর পরিবার কোনও অভিযোগ করেননি। তার পরও বিজেপি নেতা হরি মিশ্র হাসপাতালে ঢুকে আইসিইউতে হামলা চালান। যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করেন। চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের গালিগালাজ করেন। ঘটনার পর পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর এই ঘটনার পর শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের পাশে দাঁড়ালেন হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর তথা হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার সুবীরবাবু হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁর দু'মাসের জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া সাম্মানিক তুলে দেন। তিনি বলেন, ভাঙার নয়, আমরা গড়ার পাশে আছি। হাসপাতালের জন্মলগ্ন থেকে আমরা এই হাসপাতালের পাশে আছি। হাসপাতালও বহু গরিব মানুষের উপকার করেছে। সেখানে বিজেপি নেতার এমন আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। যা ক্ষতি হয়েছে, তা মানুষের দানেই আবার তৈরি হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি শ্রমজীবী হাসপাতালের সঙ্গে আছি। হাসপাতালের নার্সিং সুপার ছন্দা দেব বলেন, ভয়ের পরিবেশে নয়, আমরা সুস্থ পরিবেশে কাজ করতে চাই।

আবেদনের মেয়াদ বাড়ল

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উচ্চশিক্ষা বিভাগের সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হল আরও পাঁচদিন। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে আবেদন করার সুযোগ পাবে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার ২৫ জুলাই পর্যন্ত পোর্টালে আবেদন করার শেষ দিন ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থেই এই সময়সীমা আরও বাড়ানো হল। প্রসঙ্গত, এর আগেও সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। তখন ২৫ জুলাই অবধি প্রথম পর্যায়ের ভর্তির জন্য আবেদনের শেষ দিন ছিল। সেই সময়সীমা বাড়িয়েই ৩০ জুলাই পর্যন্ত করা হল।

শূন্যপদে নিয়োগ

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের অনুরোধ মেনে রাজ্য সরকার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তিনটি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা পড়ে থাকা অতিরিক্ত সিইও, যুগ্ম সিইও এবং ডেপুটি সিইও— এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণে তিনটি করে নামের পৃথক প্যানেল নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাল নবান্ন।

১ অগাস্ট থেকে অষ্টম দফার কাউন্সেলিং শুরু

প্রতিবেদন : ১ অগাস্ট হবে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের অষ্টম দফার কাউন্সেলিং। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কোন স্কুলে কোন বিষয়ের জন্য কাউন্সেলিং হবে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হয়েছে কমিশনের ওয়েবসাইটে। এসএসসি সূত্রের খবর, অষ্টম দফায় ডাকা হবে ৪৮ জনকে। অষ্টম দফায় কাউন্সেলিং হলে মোট ১২৭২৩ জনের কাউন্সেলিং হবে। এরপর এখনও ১২৪১ জনের কাউন্সেলিং বাকি থাকবে। কমিশন এর পর মেধাতালিকা প্রকাশ করবে আবার এবং তারপর আবারও সুপারিশপত্র দেওয়া শুরু হবে। এখনও পর্যন্ত সেই সুপারিশপত্র গ্রহণ করেছেন ৯,৫১৭ জন। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া।

বেলুড় হাসপাতালে আলোকস্তম্ভ

সংবাদদাতা, হাওড়া: বিনামূল্যে ইউএসজি, মা ক্যান্টিন-এর পর এবার বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বর আলোকিতকরণ করা হল। হাসপাতাল চত্বরে একটি হাইমাস্ট ও ৪টি বড় আকারের এলইডি আলোক স্তম্ভ বসানো হল। বৃহস্পতিবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়েই এই আলোকিতকরণের কাজ করা হল। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার, চিকিৎসক, নার্স-সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরাও।

থানায় পুলিশদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা

প্রতিবেদন : থানায় পুলিশ কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যশিবির। শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার মগরাহাট থানার উদ্যোগে হয়ে গেল এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার্সদের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুনকুমার দে, এসডিপিও শাকিব আহমেদ, সিআই রাজু স্বর্ণকার, ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডল, ট্রাফিক ওসি তরুণকান্তি ঘোষ-সহ অন্যরা। মিতুনকুমার দে বলেন, প্রায় শতাধিক পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ার্স তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা করেন। প্রেসার, সুগার, ইসিজির পাশাপাশি চোখেরও চিকিৎসা করা হয়। তিনি বলেন, আগামীদিনে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের বিভিন্ন থানায় এমন শিবির করা হবে। জোর দেওয়া হবে ফিটনেসের উপরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

■ খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে পুজোর ঢাকে কাঠি। করণদিঘিতে। ছিলেন গৌতম পাল, পম্পা পাল

আমার বাংলা
26 July, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২৬ জুলাই ২০২৫
শনিবার

কমিউনিটি হল

■ ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তত্ত্বাবধানে কোচবিহার ১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কোচবিহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীঘাট শক্তি সংঘ ক্লাবের নতুন কমিউনিটি হলের শিলান্যাস হয়। ছিলেন সুমিতা বর্মন, রাজেন্দ্র বৈদ্য। মন্ত্রী বলেন, কমিউনিটি হলে অঞ্চলবাসীর সংস্কৃতি, ঐক্য ও উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠবে।

উন্নয়নের উদ্যোগ

■ কোচবিহার রাজপ্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে আলোচনা করলেন কোচবিহার লোকসভার সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই তথ্য জানান। সাংসদ বসুনিয়া জানান, তিনি আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে কোচবিহার রাজপ্রাসাদের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটন ক্ষেত্রে এর উন্নয়নের জন্য একটি দাবিপত্র জমা দিয়েছেন।

নদীতে ঝাঁপ, উদ্ধার

■ আচমকাই কুলিক সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ এক যুবকের। শুক্রবার রায়গঞ্জের কুলিক ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি লক্ষ্য করে দৌড়ে এসে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুবককে রক্ষা করার জন্য। ওই যুবককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

■ ইসলামপুর পুলিশ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তঃক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট শারদীয়া সংহতি কাপ ২০২৫ এর সূচনা হল। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টে পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে ১৬টি টিম অংশ নিয়েছে। প্রথমদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে চারটি দলের মধ্যে খেলা হয়। খেলার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপোখর থানার আইসি এনটি ভুটিয়া সহ অন্যরা। আগামী ৩০ জুলাই ফাইনাল খেলা।

জমি দখলে মাকনা-দাঁতালের সম্মুখসমর ডুয়ার্সে

■ দাঁতালের পরই একই জায়গায় ঢুকছে মাকনা।

■ শুরু দখলের লড়াই।

■ দুই হাতির হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে চা-বাগান।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: একচুল জমি ছাড়া হবে না। জঙ্গল পেরিয়ে চা-বাগানে ঢোকে দাঁতাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই একই জায়গায় এসে পড়ে মাকনা। ততক্ষণে এরপরই জায়গা দখলের লড়াই শুরু হয় দাঁতাল-মাকনার মধ্যে। জমি না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করে মাকনার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতাল। এমনই দুই হাতির লড়াইয়ে আর হুঙ্কারে শুক্রবার কেঁপে ওঠে ডুয়ার্সের বানারহাট চা-বাগান! লড়াই এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ঘটনাস্থলে আসে বন দফতরের কর্মীরা। প্রায় আধঘণ্টার প্রচেষ্টায় তারা হাতি দুটিকে আলাদা করে ফের রেতির জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, লড়াইয়ে কোনও হাতি গুরুতর জখম হয়নি এবং চা-বাগানেরও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে, তার জন্য নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। মরাঘাট রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে হাতিদের প্রাকৃতিক চলাচলের পথে চা-বাগান ও বসত এলাকা পড়ে যাওয়ায় এরকম সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়ছে। এই কারণেই বন দফতরের পক্ষ থেকে রাত্রিকালীন পেট্রোলিং, হাতি সতর্কতা বার্তা প্রচার ও স্থানীয়দের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইসময় কোনও শ্রমিক ছিলেন না বলেও জানায় বন দফতর। না হলে দুই হাতির সংঘাতের মুখে পড়ে বিপদ ঘটতে পারত। যদিও বন দফতরের চেষ্টায় মাকনা ও দাঁতাল সংঘাত ভুলে ফিরে যায় বনে।

ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই বেসরকারি স্কুলবাসের, কড়া ব্যবস্থা প্রশাসনের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কোনও ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই। অজান্তেই ঝুঁকি নিয়ে ওই বেসরকারি স্কুলের বাসে যাতায়াত করছিল পড়ুয়ারা। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির নামকরা ওই বেসরকারি স্কুলের বাসগুলি ধরে ফেলল পুলিশ। নেওয়া হল কড়া পদক্ষেপ। শুক্রবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযান চলাকালীন ধরা পড়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর গাফিলতি। দেখা যায়, বেশিরভাগ স্কুল বাসেই নেই কোনও বৈধ ফিটনেস সার্টিফিকেট, নেই ইন্সুরেন্সের কাগজপত্র। এমনকী, কয়েকজন চালক বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়াই বাস চালাচ্ছিলেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই অনেক বাসেই। অধিকাংশ বাসে নেই সিসিটিভি ক্যামেরা কিংবা জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম। যেসব বাসে ফার্স্ট এইড বক্স রয়েছে, তাও অনেক ক্ষেত্রে পুরনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধে ভর্তি। ট্রাফিক গার্ডের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযানে বেশ কিছু বাসকে জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বাস মালিকদের। ভবিষ্যতেও এই ধরনের হঠাৎ অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় শহরের অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাদের দাবি, শিশুদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস মেনে নেওয়া যাবে না। প্রশাসনের তরফেও স্কুল বাস পরিষেবায় কড়াকড়ি চালু হওয়ায় খুশি অভিভাবকরা।

■ বাস দাঁড় করিয়ে চালককে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

রাজস্থানে নিখোঁজ বাংলাভাষী শ্রমিক

প্রতিবেদন : বিজেপির মাত্রাছাড়া বাঙালি-বিদ্বেষের মাশুল গুনতে হচ্ছে বাংলার শ্রমিকদের। এবার ডবল ইঞ্জিন রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন মালদহের কালিয়াচকের আমির শেখ। শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিচয়পত্র-সহ যাবতীয় নথি কেড়ে নিয়ে প্রায় দু'মাস ধরে তাঁকে জোর করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে রাতের অন্ধকারে বিএসএফের মদতে পে-লোডার মেশিনে চাপিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনা। কোথায় তিনি? পরিবার জানেও না, বাড়ির ছেলে বেঁচে আছে কি না! তৃণমূল কংগ্রেসের সাফ কথা, বাঙালিকে হেনস্থা করে মোদিজির শাগরেদরা আবার বাংলা-প্রেম দেখান! লজ্জা থাকা দরকার! এই ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার কালিয়াচকের জালালপুর অঞ্চলের নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির শেখ নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি যান কালিয়াচক ১ নং ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার।

প্রাকৃতিক বৈপরীত্য পাহাড়ে নামল বৃষ্টি, সমতল পুড়ছে গরমে

ব্যুরো রিপোর্ট: পাহাড় পেল কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। কয়েকদিনের জ্বালা ধরানো গরম থেকে মুক্তি। তবে পূর্বাভাস মিলিয়ে পাহাড়ে বৃষ্টি নামলেও শিলিগুড়ি-সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার গরমে নাজেহাল। বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে শৈলশহরে গরম সব রেকর্ড ভাঙে। একইসঙ্গে কার্শিয়াংয়েও গরমে নাজেহাল হন বাসিন্দারা। রোদের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ছাতা ছাড়া বাইরে বেরনো যাচ্ছিল না। চাতকের মতো বৃষ্টির আশায় ছিলেন পাহাড়ের বাসিন্দারা। অবশেষে শুক্রবার সকালে নামল ঝেঁপে বৃষ্টি। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঝেঁপে বৃষ্টি এবং একইসঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানি শুরু হয় কার্শিয়াংয়ে। গিদ্দা পাহাড়ি অঞ্চলে ভেঙে পড়ে একটি গাছ। অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাস্তা। স্কুল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের, বন্ধ করে দেওয়া হয় দোকানপাট। অতি বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ! এবার যদি ধস পড়া শুরু হয়? প্রশাসন আগেই এই বিষয়ে সতর্ক করেছে বাসিন্দাদের। তবে পাহাড়ে স্বস্তির বৃষ্টির খবর মিলতেই শিলিগুড়ি-সহ উত্তরের বাকি জেলাগুলিও অপেক্ষায় রয়েছে। কখন বৃষ্টি আসবে? কখন মিলবে স্বস্তি। হাওয়া অফিস যদিও উত্তরের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।

■ বৃষ্টিতে কার্শিয়াংয়ে বন্ধ স্কুল। ফিরে আসছে পড়ুয়ারা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 July, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

হাতির হানায় মৃত্যু বাড়ি গিয়ে চেক দিল প্রশাসন

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : হাতির হানায় শেষমেশ মৃত্যু হল শালবনি ব্লকের ৭ নম্বর সাতপাটি অঞ্চলের মালিদা গ্রামের বাসিন্দা হরেন রায়ের। বয়স ৬৫ বছর। হাতির হানায় গুরুতর জখম হরেনের মৃত্যু হয় গতকাল রাত বারোটা নাগাদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতির হানায় মৃত্যু বা অন্য ক্ষতি হলে দ্রুত ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতোই খবর পাওয়ামাত্রই বন দফতরের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক মৃত ব্যক্তির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল শুক্রবার। রেঞ্জার, শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত সানি এবং ওই রেঞ্জের আন্ডারে বিটবাবু ৭ নম্বর সাতপাটি অঞ্চলের প্রধান পরিমল ধল শুক্রবার হরেনের বাড়ি গিয়ে ওঁর স্ত্রীর হাতে ক্ষতিপূরণের চেকটি তুলে দেন।

পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ বাইক আরোহীর

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের কালীপাহাড়ি অঞ্চলে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার জেরে মোটরবাইক আরোহী দু'জনের মৃত্যু হল। জানা গিয়েছে, আসানসোল থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার পথে মোটরবাইকে দুই আরোহীকে কোনও বড় গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই দু'জন। খবর পাওয়ার পর আসানসোলের নর্থ ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিক পরীক্ষার পর চিকিৎসক ওই দুই আরোহীকে মৃত ঘোষণা করেন। যদিও এখন পর্যন্ত ওই দুই যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় জানার পাশাপাশি কোন গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় তাও দেখছে পুলিশ।

দিঘা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত ১০

সংবাদদাতা, দিঘা : পূর্ব মেদিনীপুরের শ্রীকৃষ্ণপুরে ১১৬বি জাতীয় সড়কে একটি ট্রাভেলার গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শুক্রবার বিকেলে। ট্রাভেলার গাড়িটি যাত্রীদের নিয়ে দিঘা থেকে ফিরছিল। ট্রাকটি নন্দকুমারের দিক থেকে চণ্ডীপুরের দিকে যাচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাভেলার গাড়িতে থাকা ১৬ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটো গাড়ি উদ্ধার করেছে।

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নৃত্য পরিচালককে অপহরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার

রাজ্য পুলিশের বড়সড় সাফল্য

সংবাদদাতা, মন্দারমণি : ভরসন্ধ্যায় নৃত্য পরিচালকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে অপহরণ। সোমবার কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে ১৮ জনের একটি দল মিউজিক অ্যালবাম শুটিংয়ের জন্য মন্দারমণি এসেছিল। শুক্রবার শুটিং শেষ করে কলকাতায় ফেরার কথা। তার আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই টিমের নৃত্য পরিচালক শ্রীকান্ত জাড় ওরফে প্রিন্সকে অপহরণ করা হয়। তাঁরা শুটিং শেষ করে দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর এলাকার একটি দোকানের সামনে নিজেরা কথাবার্তা বলছিলেন। আচমকা একটি চারচাকার গাড়িতে কয়েকজন যুবক এসে প্রিন্সকে বন্দুক দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে কাঁথির দিকে পালায়। মুহূর্তে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দলের সদস্যরা কোস্টাল থানায় খবর দিলে ওসির নেতৃত্বে

■ নৃত্য পরিচালক শ্রীকান্ত জাড়কে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে পুলিশ।

বিশাল পুলিশবাহিনী রাতেই অভিযান চালায়। অপহরণকারীদের গাড়ির নম্বর জোগাড় করে তার মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে গাড়ির মালিক জানান, কয়েকজন গাড়িটি ভাড়ায় নিয়ে গিয়েছে। এরপর পুলিশ জানতে পারে, গাড়িটি খড়্গপুরে রয়েছে। তড়িঘড়ি অভিযান চালালে খড়্গপুরে গাড়ি রেখে প্রিন্সকে নিয়ে কেশিয়াড়ি জঙ্গলে ঢুকে যায় অপহরণকারীরা। মন্দারমণি থানার পুলিশ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সহযোগিতায় গোটা জঙ্গল ঘিরে ফেললে বেগতিক বুঝে প্রিন্সকে জঙ্গলে রেখে দিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ ভোররাতে তাঁকে উদ্ধার করে।

পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বর্ণকমল মুখার্জি নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রিন্সের টাকাপয়সা নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই এই অপহরণ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) শুভেন্দ্র কুমার বলেন, কী কারণে অপহরণ, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

'বাবা আমি ভুল করিনি, ওই মেয়েটাকে আমি চিনি না' সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী ছাত্র

সংবাদদাতা, কাঁথি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার চিপস-কাণ্ডের ছায়া এবার কাঁথির পিছাবনিতে। 'বাবা আমি ভুল করিনি, ওই মেয়েটাকে আমি চিনি না, আমার জন্য তোমাকে অপমানিত হতে হল' সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী নবম শ্রেণির ছাত্র। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির পিছাবনি এলাকায়। মৃত ছাত্র সূর্য মান্না (১৫)। বাড়ি পিছাবনিতে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও নাবালক ছাত্রের বাবার অভিযোগ, নাবালিকার বাবার জন্যই তাঁর ছেলে আত্মঘাতী।

সূর্য বৃহস্পতিবারও স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। ওই সময় ওর সঙ্গে ছিল কয়েকজন বন্ধু। যদিও সূর্যের দাবি, ওই ছাত্রীকে চিনি না, কটূক্তি করিনি। এরপর সূর্য বাড়ি থেকে ইংরেজি বই আনার জন্য বন্ধুর বাড়িতে যায়। ওই সময় তাকে কয়েকজন পিছাবনি বাজারে আটকে মারধর করে মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সূর্যের বাবা-মা ছেলেকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। রাতে বাবা-মায়ের কাছে কোনও ভুল করিনি বলে জানিয়েছিল সে। শুক্রবার সাতসকালে দোতলায় কড়িকাঠে নাইলন দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে। পরিবারের লোকেরা জানতে পেরে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সুইসাইড নোটটি উদ্ধার করেছে।

ছেলের আত্মহত্যার পেছনে ওই নাবালিকার বাবাকে দায়ী করেছেন সূর্যের বাবা। তাঁর অভিযোগ, মেয়ের বাবা স্থানীয় বাজারে কিছু লোকজন নিয়ে এসে ছেলেকে আটকে মারধর করে এবং মানসিক নির্যাতন করে। তার জেরেই ছেলে আত্মঘাতী হয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রীর বাবার দাবি, ঘটনাস্থলে আমি ছিলাম না। জানতে পেরে সেখান থেকে মেয়েকে নিয়ে চলে যাই। মেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানিয়েছিল তারা ঘিরে ধরেছিল।

বাল্যবিবাহ রোধে এবার হাতিয়ার নাটক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে নাবালিকা বিয়ে রোধে জেলা প্রশাসন কোমরবেঁধে নেমেছে। তাতে যুক্ত হল নাটক 'আলোর পথযাত্রী'। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের রিপোর্টে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যে তথ্য উঠে এসেছে তা উদ্বেগজনক। বৃহস্পতিবার দুটি স্কুলের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বর্ধমান বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী গত বছর ছিল ১৮ জন। যেখানে পাঁচ ছাত্রীর বিয়ে ক্লাস টেনের আগেই হয়েছে। একজনের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়। সে একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, সেটি মারা যায়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত

ও পড়াশোনার প্রতি অনিচ্ছাকে। মোবাইল ও ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কের প্রসার এবং সিদ্ধান্তহীন পরিণতি। শিক্ষিকারা নিজেরাও পুলিশি সহায়তায় কিছু শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করেছেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের, যেখানে শিক্ষার গুরুত্ব কম। বর্ধমান নিবেদিতা কন্যা বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনের এক ছাত্রী নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে। ক্লাস এইটের একটি মেয়ে বিয়ে করে এবং সন্তানের মা হয়। এই স্কুলে প্রায় ৬-৭ জন শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার। শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, অধিকাংশ শিক্ষার্থী এসসি/এসটি সম্প্রদায়ভুক্ত। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল জানিয়েছেন, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ জেলা জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাল্যবিবাহ রোধে মহকুমা ও ব্লকস্তরে সচেতনতা শিবির হচ্ছে। তারই সঙ্গে যুক্ত হল নাটক। অভিনয় করছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাস কমিউনিকেশন বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের নয় ছাত্রছাত্রী।

পূর্বস্থলী মডেলে ৩২ পঞ্চায়েত 'নির্মল' হবে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সব বাড়িতে পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, শৌচাগারের পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকার নর্দমার জলও পরিশুদ্ধ করার সুব্যবস্থা থাকবে, এমনকী রাস্তার ধারে প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকবে। এই লক্ষ্যে জেলার পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতকে গড়ে তোলা হয়েছে। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতকে 'মডেল' করে নির্মল গ্রামপঞ্চায়েত গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো ৩২টি পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়ে জুন মাসের মধ্যে 'নির্মল' করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল জেলা প্রশাসন। পরে প্রায় দেড় মাস পিছিয়ে ১১ অগাস্টের মধ্যে লক্ষ্য ঠিক হয়েছে। একই সঙ্গে যে তিনটি পঞ্চায়েত উপরের দিকে থাকবে, তাদের স্বাধীনতা দিবসের দিন সম্মানিত করার কথাও ভেবেছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বলেন, জেলার সব পঞ্চায়েতকেই নির্মল করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে এগনো হচ্ছে। পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতকে দেখেই সাহস বাড়ে প্রশাসনের। কর্তাদের দাবি, পূর্বস্থলীর মতো আরও কিছু পঞ্চায়েতকে একইভাবে 'সাজিয়ে' তোলা যায়। সেই মতো জেলার ৩২টি পঞ্চায়েতকে 'লক্ষ্যমাত্রা' দেওয়া হয়েছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা সফল হলে অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে আরও ১০০টি পঞ্চায়েতকে 'নির্মল' করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হবে।

তিয়োরবেড়িয়া গ্রামের পাইনপাড়ার অসুস্থ বৃদ্ধা ডলি পাইনকে (৭৮) শারীরিক নির্যাতন, গালিগালাজ করার ভিডিও ভাইরাল হওয়া এবং বৃদ্ধার মৃত্যুর পর ১৪ দিনের মাথায় টোটোচালক ছেলে বাবলু পাইন, বৌমা পম্পা পাইন এবং ছেলের শাশুড়ি অঞ্জলি কোলেকে গ্রেফতার করল দাসপুর থানার পুলিশ

২২টি অবৈধ ডায়গনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দিল নন্দীগ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ব্যাঙের ছাতার মতো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে উঠেছিল একাধিক অবৈধ ডায়গনস্টিক সেন্টার। এবার সেই সমস্ত ডায়গনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার তরফে মোট ২২টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে বন্ধের নির্দেশ দেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। আর তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে স্বাস্থ্য মহলে। জানা গিয়েছে, মোট ১১টি ব্লক এবং একটি পুরসভা নিয়ে গঠিত নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলা। যেখানে সরকারিভাবে খাতায়-কলমে বৈধ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা ১৩৬। তবে এর বাইরেও বড় বড় হোর্ডিং-পোস্টার লাগিয়ে নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় গজিয়ে উঠেছিল একের পর এক অবৈধ ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সেখানে রোগীদের থেকে অবৈধভাবে টাকা নিয়ে ব্যবসা চালানো হত। সম্প্রতি তমলুকে জেলাশাসকের নেতৃত্বে এক বৈঠকের পর নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসিতকুমার দেওয়ানের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়। সেই টিম ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্লকে গিয়ে একাধিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরিদর্শন করে গরমিল খুঁজে পায়। জানা যায়, এই ২২ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অধিকাংশের ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স নেই। এমনকী হাতে গোনা যে কটির এই লাইসেন্স আছে তাদের লাইসেন্সের বৈধ সময়সীমাও পেরিয়ে গিয়েছে। এছাড়াও অধিকাংশ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট লাইসেন্স নেই। বৈধ লাইসেন্স না থাকায় এই সমস্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ইতিমধ্যে শোকজ ও ক্লোজার নোটিশ পাঠিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসিতকুমার দেওয়ান বলেন, সারা বছর ধরে গোটা জেলায় এই অভিযান চলবে। ওই ২২টি ডায়গনস্টিক সেন্টারকে লাইসেন্স না থাকায় বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

■ সাংবাদিক বৈঠকে নন্দীগ্রাম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা।

সাইবার পুলিশের হাতে ধৃত জামতাড়া গ্যাংয়ের ৩ ঝাড়খণ্ডী জালিয়াত

প্রতিবেদন: একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দেশব্যাপী আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে বহরমপুর সাইবার থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল জামতাড়া গ্যাঙের ৩ সদস্য। তাদের কাছ থেকে প্রচুর এটিএম কার্ড, মোবাইল এবং সিম কার্ড উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সালামুদ্দিন আনসারি, কালামুউদ্দিন আনসারি ও নিয়াজ আনসারি ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে ডোমকল থানা এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করে

বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ জেলা সাইবার থানা। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বহরমপুর থানার রাজধরপাড়া থেকে মুকলেস হোসেনকে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে জালিয়াতদের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করত। তাকে জেরা করে তদন্তকারীরা ঝাড়খণ্ডের তিন চক্রীকে পাকড়াও করেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানায়, দেশ জুড়ে কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি করেছে অভিযুক্তরা। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাশপ্রীত সিং জানান, ধৃতদের থেকে ১০০টি এটিএম কার্ড, ৬০টি ব্যাঙ্কের পাস বই, ৫টি ফোন, প্রিন্টার-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়।

চাপা পড়ে মৃত গৃহবধূ

প্রতিবেদন: বাড়ির উঠোনে দরজার উপরেই ছিল বহু পুরনো সানশেড। বৃহস্পতিবার রাতে বৃষ্টি চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় তার নিচে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল শক্তিগড় থানার বড়শুলের বামুনপুকুর এলাকার গৃহবধূ অণিমা বিশ্বাসের (৫৮)। বৃহস্পতিবার এক বালতি জল নিয়ে ঘরে ঢোকার সময়েই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দরজার উপরে থাকা সানশেড। চাপা পড়েন অণিমা। আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। মৃতার ছেলে প্রণয় বিশ্বাস জানান, সানশেডটি এতটাই ভারী ছিল যে কয়েকজন মিলে ধরেও সরানো যায়নি। মা তার নিচেই চাপা পড়েন। থানায় খবর দিলে তারা কিছুক্ষণের মধ্যে একটি জেসিবি নিয়ে এসে সানশেডের নিচ থেকে উদ্ধার করে মায়ের দেহ। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মারধর, হুমকি দিয়ে দেহব্যবসায় নামাচ্ছে স্বামী, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় স্ত্রী

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর ফের বিয়ে করে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দিয়ে টাকা আয় করাতে পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে বিজেপি নেতার এই কুকীর্তি ফাঁস হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। অভিযুক্তের স্ত্রী স্বয়ং স্থানীয় চণ্ডীপুর থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানা গেছে, চণ্ডীপুর ব্লকের চৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুরুন্দা সংসদের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য হরিপদ মণ্ডল পেশায় ইমারতি সামগ্রীর ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অত্যাচারের পাশাপাশি পরপুরুষের সঙ্গে দেহব্যবসা করানোর অভিযোগ উঠেছে। এই খবর প্রকাশ্যে এলে নাবালক সন্তানকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে ওই নেতা। জানা যায়, হরিপদর এটি দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরও এটি দ্বিতীয় বিয়ে। দুজনেরই সন্তান আছে। এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় নাচিন্দা মন্দিরে হিন্দুমতে বিয়ে হয় তাঁদের। অভিযোগ, এর পর থেকেই হরিপদ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর থেকে দফায় দফায় কয়েক লক্ষ টাকা দাবি করে চলেছে। টাকা না দিলে চলত অকথ্য অত্যাচার। প্রথমে স্ত্রীকে চাপ দেয় বাপের বাড়ি থেকে ৪ লক্ষ টাকা আনার জন্য। টাকা না আনা পর্যন্ত অকথ্য অত্যাচার ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য রাখা ৪ লক্ষ টাকা হরিপদকে দেন স্ত্রী। এতেও থামেনি কীর্তিমান। ফের ১ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই টাকা দিতে না পারায় স্ত্রীকে লাথি-ঘুষি-চড় মারার অভিযোগ ওঠে হরিপদর বিরুদ্ধে। তার ঘৃণ্য কুকীর্তির এখানেই শেষ নয়। টাকা আয়ের জন্য বিভিন্ন লোককে বাড়িতে এনে স্ত্রীকে দিয়ে সহবাস করিয়ে অর্থ উপার্জন করাত বলেও অভিযোগ উঠেছে। গত ৩১ মে অভিযুক্ত হরিপদ স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি পুলিশকে জানালে তার ছেলেকে মেরে লাশ গায়েব করে দেওয়ারও হুমকি দেয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে চণ্ডীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হরিপদর দ্বিতীয় স্ত্রী। চণ্ডীপুর থানার ওসি অরুণ পতি বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। হরিপদর স্ত্রী জানান, আমার সমস্ত সঞ্চয় আত্মসাৎ করে, দিনের পর দিন নতুন পুরুষ জুটিয়ে এনে সহবাস করাতে বাধ্য করিয়েছে। বাধ্য হয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। ওর শাস্তি চাই। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় জেলার রাজনীতিতে।

■ কীর্তিমান বিজেপি নেতা।

■ স্কুলছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির। দাসপুরে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন

সংবাদদাতা, দাসপুর : নো টু চাইল্ড ম্যারেজ, ইয়েস টু স্কুল— এই বার্তা সামনে রেখে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল দাসপুরে। শুক্রবার দাসপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি ও দাসপুর ২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতার শিবির অনুষ্ঠিত হয় দাসপুরের সোনাখালি হাইস্কুলে। জানা যায়, এই শিবিরে বিডিও প্রবীরকুমার সিট স্কুলছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে না। বাল্যবিবাহ কতটা ক্ষতিকর তাও জানান তিনি। এই কর্মসূচিতে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষরা। সোনাখালি উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৬০০ ছাত্রীদের এই বার্তা দেওয়া হয় এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে।

৫ বছর পর পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে বিশ্বভারতীর দরজা

প্রতিবেদন : প্রায় পাঁচ বছর পর ফের পর্যটকদের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে বিশ্বভারতী। কোভিডের পরে আশ্রম প্রাঙ্গণে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। বর্তমান উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ সেই ব্যবস্থা ফের শুরু করতে চলেছেন। শান্তিনিকেতনে আসা দেশবিদেশের পর্যটকদের জন্য তাদের ওয়ার্ল্ড লিভিং হেরিটেজ সাইট আশ্রম ঘোরার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ‘হেরিটেজ ওয়াক’ প্যাকেজ প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই বিশ্বভারতীর আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখার জন্য এবার থেকে সাধারণ পর্যটকদের দিতে হবে মাথা-পিছু ৩০০ টাকা। স্কুলকলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে এলে সেক্ষেত্রে মাথা-পিছু খরচ করতে হবে ৫০ টাকা করে। পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের জন্য লাগবে ১০০০ টাকা করে। এছাড়া একা কোনও পড়ুয়া যদি আশ্রম ঘুরে দেখতে চান সেক্ষেত্রে মাথা-পিছু লাগবে ১৫০ টাকা। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানান, এই টাকার বিনিময়ে আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখার জন্য পর্যটকদের হাতে থাকবে দেড় ঘণ্টা সময়। ব্যাচে এলে একদিনে মোটামুটি চারটি দলের প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা থাকছে। আর এই প্যাকেজের মধ্যে থাকছে পাঠভবন, সিংহসদন, উপাসনা গৃহ বা কাচমন্দির, কলাভবনের কালো বাড়ি এবং সংগীত ভবনের একটি লাইভ পারফরম্যান্স-সহ গোটা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার সুযোগ। এ ছাড়াও আগের মতোই আলাদা করে দেখা যাবে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালাও। সেখানে প্রবেশের জন্য আগের পদ্ধতিই চালু থাকছে। অর্থাৎ মাথা-পিছু ১০০ টাকা বা গাইড নিয়ে গেলে মাথা-পিছু ২৫০ টাকার টিকিট কাটতে হবে। আশ্রম ঘুরে দেখার এই সব টিকিটই মিলবে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকে। অনলাইনে টিকিট বুকিংও শিগগিরই চালু হবে বলে জানা গিয়েছে।

■ শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 July, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ষড়যন্ত্রের নোটিশ, এর শেষ দেখে তবেই ছাড়ব : অঞ্জলি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: এনআরসি নোটিশ হাতে পেলেন আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার বাসিন্দা অঞ্জলি শীল। শুক্রবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে নোটিশটি পৌঁছয়। তবে তা হাতে পেয়ে ভয় নয়, সন্দেহ প্রকাশ করলেন অঞ্জলি। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এটা বিজেপির ষড়যন্ত্র, এর শেষ দেখে ছাড়ব। তাঁর কথায়, নোটিশটা আসল কি না, তার প্রমাণ আগে পাই, তারপর যা করার করব। যেখান থেকে এসেছে নোটিশটা, সেখানে আগে গিয়ে দেখি নোটিশটা আসল কি না। একইভাবে অসম ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অঞ্জলি। নোটিশ পৌঁছনো হয়েছে জানার পরই ফালাকাটায় গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপিকে তুলোধোনা করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি বলেন, রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি। পার্শ্ববর্তী বিজেপি শাসিত অসম সরকারের সাহায্যে এই রাজ্যের রাজবংশী, তফসিলি জাতির মানুষদের এনআরসির নোটিশ পাঠিয়ে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বিজেপি

■ নোটিশ হাতে নির্ভীক অঞ্জলি শীল।

এখন মুখ বাঁচাতে নোটিশটি ভুয়ো বলছে। আমরা অঞ্জলি শীলের পাশে আছি। তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বারবার গায়ের জোরে বিজেপির এনআরসি নোটিশ পাঠানো প্রসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, অঞ্জলি শীল তো একজন হিন্দু। তাঁর বাড়িতেও এনআরসির নোটিশ দিয়েছেন, তাহলে যাঁরা বলছেন যে, হিন্দুরা সুরক্ষিত কেউ সুরক্ষিত নন। উত্তমকুমার ব্রজবাসী কেন নোটিশ পাচ্ছেন? ভিনরাজ্যে মতুয়াদের কেন হেনস্থা করা হচ্ছে? ফলে এদের মানসিকতা, নীতি, পিছনের দরজা দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অপব্যবহার করে, ভোটার তালিকার কারচুপি করতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে ভারতবর্ষের নাগরিকদের হয়রানি করছে এরা। এটা হতে দেওয়া যায় না। এটা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের লড়াই। প্রসঙ্গত, একইভাবে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়ে হয়রান করা হয়েছিল কোচবিহারের বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে। রাজ্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের প্রতিবাদে ময়দানে নামছে তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে হবে ভাষা আন্দোলন। উত্তর-দক্ষিণের জেলাগুলিতেও এই আন্দোলন চলবে। কোচবিহারে অবস্থানের মূল কণ্ঠ হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উত্তমকুমার ব্রজবাসী। একইভাবে গর্জে উঠেছেন অঞ্জলিও। তিনি বলেছেন, শেষ দেখে ছাড়ব।

এবার মাথাভাঙার প্রৌঢ়কে এনআরসি নোটিশ

প্রতিবেদন: ফালাকাটার অঞ্জলি শীল, দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর পর এবার মাথাভাঙার বৃদ্ধকে এনআরসি নোটিশ পাঠাল অসম। নাম নিশিকান্ত দাস। ৩০ বছর আগে অসমে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, ৩০ বছর পর অসম থেকে নোটিশ পাঠিয়ে হয়রান করা হচ্ছে নিশিকান্তকে। তিনি বলেন, অসমে কবে কাজ করতে গিয়েছে, ফিরে আসার এতদিন পরে

■ নোটিশ হাতে নিশিকান্ত দাস।

নোটিশ কেন? প্রশ্ন তুলেছেন নিশিকান্ত। ফালাকাটার অঞ্জলি শীলের মতো তিনিও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও কাগজ দেখাব না। ভয় পাব না। কেন অসমের বিজেপি সরকার গায়ের জোরে নোটিশ পাঠাবে? রাজ্য সরকার সকলের পাশে আছে। কোনও ভয় নেই জানি। এত সহজে হাল ছাড়ব না বলেও জানান নিশিকান্ত। প্রতিবাদেও শামিল হব, বলেন তিনি।

পাঁজর ফুঁড়ে বাঁশ, অস্ত্রোপচারে সুস্থ কিশোর

সরকারি হাসপাতাল বাঁচাল প্রাণ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বিপত্তি। ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁশের তৈরি উইকেটে পড়ে যায় কিশোর। ছুঁচালো বাঁশের উইকেট এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাঁচার আশা ছিল না। জটিল অস্ত্রোপচার করে করে জলপাইগুড়ির কিশোরের প্রাণ ফেরাল সরকারি হাসপাতাল। পেটকাটি এলাকার বাসিন্দা অমিত সাহা নামে বছর ১৬-র ওই কিশোর ক্রিকেট খেলছিল বন্ধুদের সঙ্গে। বল ধরতে গিয়ে পড়ে যায় বাঁশ দিয়ে বানানো উইকেটের ওপর। একটি তিন ফুট লম্বা বাঁশ অমিতের পেটে ঢুকে যায়, যার প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি অংশ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। বাঁশটি কিডনি, লিভার ছুঁয়ে পৌঁছে যায় শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিরা ইনফেরিওর ভেনা কেভা-য়, যা হৃদয়ের ঠিক নিচে থাকে এবং সমস্ত নিম্নাঙ্গ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আনে। অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হিমোগ্লোবিন বিপজ্জনকভাবে কমে যায়, পালস বেড়ে যায় এবং সেইসঙ্গে ও-নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ হওয়ার ফলে রক্ত সংগ্রহ করাও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের

সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন অস্ত্রোপচারের। সুদক্ষ হাতে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে সেই জটিল অপারেশন। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতেও সফলভাবে বাঁশটি বের করে কিশোরের প্রাণ রক্ষা করেন তাঁরা। এই চিকিৎসা সাফল্য সম্পর্কে হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খাঁ বলেন, এই অপারেশন ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের সার্জারি টিম অসাধারণ দক্ষতায় সেই কাজটি করেছে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে আধুনিক পরিকাঠামো পেয়ে দ্রুত চিকিৎসা দিতে সক্ষম হয়েছি। অমিত এখন স্থিতিশীল।

কাজের তালিকা

(প্রথম পাতার পর)

তুলনায় চলতি অর্থবর্ষে সারা দেশে শ্রমিকদের সংখ্যা ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ থেকে কমে ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ হয়েছে। একইসঙ্গে কমেছে গড় কর্মদিবসের পরিমাণ, ৫২ থেকে কমে তা ৫০ হয়েছে। এই আবহে দেশের সবক'টি রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কত, জানতে চেয়েছিলেন তিনি। জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান যে তালিকা পেশ করেছেন সংসদে, সেখানে বাংলার কোনও নামই নেই! ফলে মোদি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ, বাংলাকে বঞ্চনা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা কি দেশের বাইরে? এইভাবে গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে বাংলার নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না আপনারা! মনে রাখবেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে ব্রাত্য করে এর জবাব দেবে কড়ায়-গণ্ডায়।

বিদ্বেষে খুন বাঙালি

(প্রথম পাতার পর)

নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। গত ২০ জুলাই সন্ধ্যার পর থেকে খোঁজ মিলছিল না। মোবাইলের সুইচ বন্ধ। ভাসি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে দেহ টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দি অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয় ডোবার জলে। বৃহস্পতিবার রাতে আবু বক্করের কফিনবন্দি দেহ ফিরে আসে বাদুড়িয়ার রুদ্রপুরের বাড়িতে। এই মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। তৃণমূলের সাফ কথা, আর কত বাঙালি খুন হলে দেশের ঘুম ভাঙবে? দেশ জুড়ে বাংলাভাষীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, মার খেতে হচ্ছে। পুশব্যাক করা হচ্ছে। এটা নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ। আদালতের মাধ্যমে, রাস্তায় নেমে লড়াই চলবে। দিল্লি সরকার চুপ থাকলে, রাজধানী পর্যন্ত অভিযান করবে বাংলা। কটাক্ষের সুরে তৃণমূলের বার্তা, বাঙালিকে হেনস্থা করে মোদিজির শাগরেদরা আবার বাংলা প্রেম দেখান! লজ্জা থাকা দরকার! ২০২৬-এ এই বাংলাবিরোধী বিজেপিকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে।

জগন্নাথধামে বিদেশিদের ভিড়

(প্রথম পাতার পর)

দাঁড়িয়েছে দিঘার জগন্নাথধাম। যত সময় যাবে পর্যটক এবং অতিথিদের সংখ্যা আরও বাড়বে। সেখানে দাঁড়িয়ে যাতে হোটেলকর্মীদের আতিথেয়তায় কারও কোনও সমস্যা বা অভিযোগ না থাকে তার জন্যই এই উদ্যোগ। রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ ও রাজ্য পর্যটন দফতর গত ১৪ থেকে ১৮ জুলাই চারদিন ধরে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। কীভাবে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, নিজেদের পরিবেশন করতে হবে বা ভাষাগত সমস্যা এড়িয়ে বিদেশি পর্যটকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। হোটেলকর্মীদের পর্যটকদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লেবার কমিশনের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি সুমিতা মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ওয়েলফেয়ার কমিশনার দেবু কর, লেবার হলিডে হোমের ইনচার্জ সুজয় মণ্ডল। এবার থেকে বছরে তিনবার এই শিবির করা হবে। এর জন্য বিভিন্ন হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন থেকে প্রশিক্ষকদের নিয়ে আসা হচ্ছে।

নতুন পরীক্ষা হবে স্কুল সার্ভিসে

(প্রথম পাতার পর)

সেক্ষেত্রে একমাত্র ওএমআর প্রকাশের মধ্যে দিয়েই অযোগ্যদের চিহ্নিত করা সম্ভব, দাবি করে ফের একবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তাঁরা।

ওএমআর প্রকাশের সম্ভাবনা নেই, পর্যবেক্ষণ করেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নতুনভাবে এসএসসি নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন ও রাজ্যকে। সেইমতো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার কাজ চালাচ্ছে কমিশম। তা সত্ত্বেও রাজনীতিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চাকরিহারাদের একাংশ একের পর এক মামলা করে চলেছে হাইকোর্টে। ইতিমধ্যেই সেইসব মামলার শুনানি চলছে।

তারই মধ্যে ফের চাকরিহারাদের একটি অংশ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে পুনর্বহাল ও ওএমআর প্রকাশের মামলা দায়ের জন্য। বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের বেঁধে দেওয়া যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগ চলছে, সেই পথেই সহমত প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনে এই মামলা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্ট আর এই মামলা শুনবে না।

খুনিদের ফাঁসি চায় না বিজেপি

(প্রথম পাতার পর)

বসে থাকেন! কুণালের সংযোজন, সবটা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর চলছে। এটা যদি সত্যি হয়, অপরাজিতা বিলের অনুমোদন কেন্দ্র না যদি না দেয় বিজেপির মুখোশ খুলে যাবে। এবার নারীনির্যাতন নিয়ে নাটক-দ্বিচারিতা বন্ধ করুক বিজেপি। ওদের রাজ্যগুলিতে তো অবিরত ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটছে।

নারীসুরক্ষা এবং ধর্ষণ-খুনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত করতে তৈরি করা হয় অপরাজিতা বিল। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ হয়। এই বিল আইনে পরিণত হলে পুরো দেশেই তা লাগু হত এবং যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত, মডেল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিজেপির দ্বিচারিতায় তা সম্ভবত হচ্ছে না।

বিজেপির ওড়িশায় দুর্নীতির রমরমা। বন দফতরের এক অফিসারের বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালিয়ে ভিজিল্যান্স দফতর উদ্ধার করল কয়েক কোটি টাকা, সোনার বিস্কুট ও সোনার মুদ্রা। চন্দ্র নেপক নামে ওই ডেপুটি রেঞ্জারের দুর্নীতি ধরতে তাঁর জয়পুরের বাড়িতে হানা দেয় ভিজিল্যান্স

বসন্তকুঞ্জে জল-আলো ফেরানোর লড়াই এবার

জয় হিন্দ কলোনিতে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

প্রতিবেদন : আইনি পথে উচ্ছেদ রুখে এবার দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে জল, আলো ফেরানোর লড়াই শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। কলোনির বাসিন্দারা কেমন আছেন, জানতে শুক্রবার বসন্তকুঞ্জে পৌঁছে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। দলে ছিলেন রাজ্যসভার তিন সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর, মৌসম নুর এবং লোকভার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। জয় হিন্দ কলোনির দুদর্শাগ্রস্ত বাঙালি শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। এখনও পর্যন্ত এই নিরীহ মানুষগুলোর ঘরে পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়নি। তৃণমূলের আন্দোলনে আইনি লড়াইয়ে জয় এসেছে। এখন আর কলোনির বাঙালি পরিবারগুলোকে কেউ উৎখাত করতে পারবে না। কোনও কারণ ছাড়াই এই বাঙালি শ্রমিকদের ওপর নানাভাবে হেনস্থা ও অত্যাচার করা হচ্ছে। অথচ তাঁদের সকলেরই বৈধ ভোটার, আধার ও রেশন কার্ড রয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট জয় হিন্দ কলোনিতে উচ্ছেদ-অভিযানে স্থগিতাদেশ জারি করে। একই সঙ্গে তাঁদের মৌলিক অধিকার ফেরানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই লড়াইয়ে মাটি কামড়ে তাঁদের পাশে ছিল তৃণমূল। আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেওয়া সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের অপমানের বিরোধিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এভাবেই লড়াই করবে তৃণমূল। দলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিকবার এই নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলও ওখানে গিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াল।

এসআইআর-ভাষাসন্ত্রাস, সংসদে ফের ধুন্ধুমার তৃণমূলের

নিবিড় সংশোধন প্রত্যাহার না করলে ঘেরাও নির্বাচন কমিশনের দফতর

প্রতিবেদন: শুক্রবারও এসআইআর এবং বিজেপির ভাষাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংসদে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলল তৃণমূল। সমর্থনে এগিয়ে এল অন্য বিরোধী দলগুলিও। নিজেদের দাবিতে অনড় তৃণমূল— এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতেই হবে সংসদে। ভোটার তালিকা থেকে দেশের নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য মোদি সরকার যে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, তা মেনে নেবে না তৃণমূল কংগ্রেস। নির্দোষ নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশনের পঞ্চম দিনে আরও একবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল তৃণমূল। এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। বাইরে পদযাত্রাও করেন তাঁরা। ধরনায় বসেন গান্ধীমূর্তির সামনে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে সর্বাত্মক আন্দোলন চালানোর পাশাপাশি সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনার পরে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার মতো কর্মসূচির পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে বলে

শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। একই সুরে মোদি সরকারকে একহাত নিয়েছেন লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

ডেরেকের কথায়, এইভাবে ভোটার তালিকা থেকে জনগণকে বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ মানা হবে না। এরা প্রতারণা করছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির শাখা অফিস হিসেবে কাজ করছে। জনগণের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করছে এরা। এটা শুধু বিহারের বিষয় নয়, এটা গোটা দেশের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি সবাই একজোট। এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা করতেই হবে। সরকার যদি এই আলোচনা না চায়, তাহলে বুঝতে হবে সরকার সংসদ চলতে দিতে নারাজ।

একই সুরে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষদস্তিদার। তাঁর দাবি, নিজেরা ভোটে জেতার জন্য শাসক দল একাধারে ভুয়ো ভোটারের নাম ঢোকাচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কালো দাগ হল এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা সার। এই ভাবে দেশের নাগরিক, সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। আমরা এটা মানব না। উল্লেখ্য, সপ্তাহের প্রথম চারটি দিনের মতো শুক্রবারও সংসদের অধিবেশন নিষ্ফলা হয়ে যায় বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদের মাঝে। ধরনা ও পদযাত্রায় বিরোধীরা স্লোগান তোলেন, সার ওয়াপস লো, তানাশাহি নেহি চলেগি। সাংসদ দোলা সেনের মন্তব্য, মোদি সরকার দ্বিচারিতা করছে। বাংলার বরাদ্দ অর্থ আটকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। যদিও এদিন বিএসি বৈঠকে সরকার দাবি জানায় যে তারা এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে পারবে না। কিন্তু নিজেদের অবস্থান অনড় তৃণমূল।

গণধর্ষিতা নাবালিকাকে পুঁতে ফেলার চেষ্টা

প্রতিবেদন: নাবালিকা নির্যাতন আর গণধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনায় মোদিরাজ্যকেও কি এবার হার মানাতে চলেছে গেরুয়া ওড়িশা? এটা ঘটনা, বিজেপি শাসনক্ষমতায় আসার খুব অল্পদিনের মধ্যেও ওড়িশায় ধর্ষণকাণ্ডের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোও এই

ওড়িশা

ধরনের ঘটনায় সম্ভবত পিছিয়ে পড়ছে ওড়িশার কাছে। অপরাধের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে বিজেপির ওড়িশা। এবার ওড়িশার জগৎসিংপুর সাক্ষী হল ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনার। শুধু গণধর্ষণ নয়, নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় তাকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে দেওয়ারও চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। প্রথমে বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখানোর চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ধৃতরা সম্পর্কে ২ ভাই। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই কুকীর্তি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ করেছে নির্যাতিতা।

কিন্তু তলে তলে শুরু হয়েছিল ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। নির্যাতিতা নাবালিকা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে তাকে খুন করার ফন্দি আঁটে অভিযুক্তরা। ফাঁদ পাতে সুপরিকল্পিতভাবে। চাপ দিয়ে নাবালিকাকে গর্ভপাতে রাজি করাতে চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। কিন্তু নারাজ নির্যাতিতা। প্রয়োজনীয় খরচও দেবে বলে জানায় অভিযুক্তরা। তাদের কথামতো ভয়ে ভয়ে নির্যাতিতা সুনির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। কিন্তু প্রথমে দেখতে পায়নি কাউকেই। চোখে পড়ে কাছেই খোঁড়া হয়েছে একটি গভীর গর্ত। আচমকাই ২ অভিযুক্ত সেখানে হাজির হয়ে হুমকি দেয়, গর্ভপাত না করালে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দেওয়া হবে। তাদের খপ্পর থেকে কোনওরকমে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে সবকিছু জানায় ওই নাবালিকা। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

যৌননির্যাতন ৪ বছরের শিশুকে

প্রতিবেদন : কর্নাটকেও যৌননির্যাতনের শিকার ৪ বছরের এক শিশু। স্কুলের মধ্যেই ওই শিশুটিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ২১ বছরের এক যুবকের বিরুদ্ধে। প্রথমে

কর্নাটক

অভিভাবকদের এব্যাপারে কিছু বলতেই পারেনি শিশুটি। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর তার ইউনিফর্ম দেখে সন্দেহ হয় মায়ের। মেয়ের ইউনিফর্ম এবং গোপনাঙ্গে রক্তের দাগ দেখে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান বাবা-মা। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানান, ৪ বছরের শিশুটি যৌননির্যাতনের শিকার। ওই হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়ে তাকে। গত ২৩ জুলাইয়ের ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রাজস্থানে স্কুলের ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু ৭ পড়ুয়ার

প্রতিবেদন : প্রাথমিক স্কুলের ছাদ ভেঙে মর্মান্তিক ঘটনা রাজস্থানে। শুক্রবার সকালে ঝালাওয়ার জেলার ডাঙ্গিপুরা থানা এলাকার পিপলোড়ি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে প্রার্থনা চলাকালীন ভেঙে পড়ে ছাদ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭ পড়ুয়ার। ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে রয়েছে ৬০ জন পড়ুয়া। মৃত ও আহত দুইয়ের সংখ্যাই বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়েই স্কুল সামনে ভিড় জমান উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও। ধ্বংসস্তূপ সরাতে আনা হয় ৪টি জেসিবি মেশিন। আহত পড়ুয়াদের উদ্ধার করে স্থানীয় মনোহর থানা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর আহতদের ঝালাওয়াড়ের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই পুরনো স্কুলবাড়ি অনেকদিন থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছিল। স্কুলটিতে প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস চলত বলে জানা গিয়েছে।

৪ বছরে মোদির বিদেশ সফরে খরচ হয়েছে ৩৬২ কোটি টাকা

প্রতিবেদন: মূল্যবৃদ্ধি-গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, বেকারত্বকে পিছনে ফেলে মোদির বিদেশ সফর অব্যাহত। কোটি কোটি টাকা শুধু খরচ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সফরে। তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন মোদির বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন রাজ্যসভায়। লিখিত জবাবে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এ-বছর শুধু ৫টি দেশে সফরের জন্য সরকারি তহবিল থেকে ৬৭ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ৫ বছরে খরচের অঙ্ক প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা।

জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ফ্রান্স, ইউএস, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরবে মোদির সফরে খরচ ছাড়িয়েছে ৬৭ কোটি। বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, বাকি ৯টি দেশের ক্ষেত্রে খরচ কত হয়েছে তা জানার কাজ চলছে। চলতি বছর যে তথ্য সামনে এসেছে, তা অনুযায়ী, ফ্রান্সে ২৫.৫, ইউএসে ১৬.৫, থাইল্যান্ডে ৪.৯, শ্রীলঙ্কায় ৪.৪ এবং সৌদি আরবে ১৫.৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৪ সালে মোদির বিদেশ

তৃণমূলের প্রশ্নের জবাবে স্বীকারোক্তি কেন্দ্রের

সফরের জন্য ১০০ কোটিরও বেশি, ২০২৩-এ ৯৩ কোটি, ২০২২-এ ৫৫ কোটি এবং ২০২১-এ ৩৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে তাঁর ইউএস সফরে।

প্রচার-সংক্রান্ত তথ্যে দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন দেশে মোদির জনসংযোগের জন্য বিজ্ঞাপন এবং সম্প্রচারে ১.০৩ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। কিন্তু বিদেশের সফরে মোদি তো একা যাননি, সঙ্গে গিয়েছেন প্রতিনিধিরাও। ২০২৪-এ ১৬টি দেশে মোট ১৪৫ জন অফিশিয়াল তাঁর সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন। ২০২৩-এ ১০ দেশে ৮৫ জন, ২০২২-এ ৮ দেশে ৮৪ এবং ২০২১-এ চার দেশে ৪১ জন সফরসঙ্গী ছিলেন। ২০২৫-এ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইউএসের প্রতিটিতে ১৫ জন, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কায় ১৬ জন, সৌদি আরব ও মরিশাসে ১১ জন করে প্রতিনিধিকে নিয়ে গিয়েছেন মোদি। এছাড়াও সাইপ্রাস, কানাডা, আর্জেন্টিনায় গিয়েছেন ১৩ থেকে ১৫ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে। বিলাসবহুল সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি।

26 July, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংবিধানের প্রস্তাবনায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। এই নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানান, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি সরানো নিয়ে এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কোনও পরিকল্পনা নেই

তৃণমূল-সহ বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এড়ালেন মন্ত্রী

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির সত্যতা নিয়ে সংসদে মুখে কুলুপ কেন্দ্রের

মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্ক-হুঁশিয়ারির সামনে নতজানু?

প্রতিবেদন: অপারেশন সিঁদুর স্থগিত রাখা বা পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পিছনে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল না, সংসদে সে কথা সরাসরি বলতেই পারল না মোদি সরকার। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি অসত্য হলে তা কেন প্রকাশ্যে বলার সাহস নেই কেন্দ্রীয় সরকারের? আর এই গোটা ঘটনায় মোদি সরকারের নড়বড়ে ভূমিকা ধোঁয়াশা আরও বাড়াচ্ছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, আমেরিকার চাপেই কি নতিস্বীকার করছে কেন্দ্র?

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুল্কনীতিকে হাতিয়ার করেছিলেন কি না তা নিয়েও ভারত সরাসরি কোনও মন্তব্য করল না। শুক্রবার লোকসভায় এই সংক্রান্ত লিখিত প্রশ্নের জবাবে ভারত সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছে যা এতদিন ধরে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই ইস্যুতে ট্রাম্প যে কৃতিত্ব দাবি করেছেন তা যথার্থ কি না সেই বিষয়ে নীরব শাসক শিবির। উলটে ভারত জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ পাকিস্তানই নিয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের মালা রায় ও দীপক অধিকারী-সহ লোকসভার পাঁচজন সদস্য বিদেশ মন্ত্রকের কাছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে অপারেশন সিঁদুরের বিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল কি না। জানতে চাওয়া হয়, এই ঘোষণার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল কি না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা ছিল কি না এবং থাকলে কেমন। প্রশ্নকর্তারা একথাও জানতে চেয়েছিলেন, যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের শুল্কনীতিকে হাতিয়ার করেছিলেন কি না। এই প্রশ্নও করা হয়, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ভারত যে তৃতীয় কোনও দেশের মধ্যস্থতার বিরুদ্ধে সেকথা

স্পষ্টভাবে আমেরিকাকে জানানো হয়েছে কি না। শুক্রবার লিখিতভাবে এই প্রশ্নগুলির জবাব দেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। সংসদে কেন্দ্রের গা বাঁচানো মন্তব্যে স্পষ্ট, আমেরিকার চাপের সামনে নতজানু কেন্দ্রের শাসক দল।

সাংসদদের এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী সেই ভাঙা রেকর্ডই বাজিয়েছেন যা ভারত সরকার আগে থেকেই বলে আসছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেনি একথা সরাসরি জানাতে পারেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কীর্তিবর্ধন সিং আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, গত ১০ মে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। দুই দেশের ডিজিএমওরাই সেই সিদ্ধান্ত নেয়। সেই উদ্যোগ পাকিস্তানই নিয়েছিল। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৮ মে তারিখেই ভারতের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওকাণ্ড থেকে ১০ মে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা চালায় ভারত। সেই দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিল। প্রত্যেককেই একটি কথাই বলা হয়েছিল, ভারত যা করেছে তা পরিস্থিতি অনুযায়ী মাপা পদক্ষেপ। ভারতীয় সেনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ৯ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে জানানো হয়েছিল, পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত তার যোগ্য জবাব দেবে। সেই আলোচনায় বাণিজ্যের বিষয়টি আসেনি। যদিও ট্রাম্পের তরফে শুল্ক-হুমকি এসেছিল কি না (যা একাধিকবার বলে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) সে-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেননি মোদি সরকারের মন্ত্রী। সংসদে তৃণমূল ও অন্যদের মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য, ভারত-পাক সমস্যার সমাধান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই হবে। এটাই ভারতের দীর্ঘকালীন অবস্থান। সেই অবস্থানের বদল ঘটেনি। এই অবস্থানের কথা সব দেশকেই জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সে-কথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকেও জানিয়ে দিয়েছেন।

লিখিত প্রশ্নের জবাবে একথা জানানো হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখনও বারবার দাবি জানাচ্ছেন, ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশকে তিনিই যুদ্ধবিরতিতে রাজি করিয়েছেন। তা করতে দুই দেশকেই তিনি শুল্কনীতির চাপ দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের ভিতরেও অবস্থান স্পষ্ট করল না কেন্দ্র। দেশের আইনসভাতেও মোদি সরকার এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি অসত্য কিংবা তিনি অসত্য কথা বলছেন। লোকসভার লিখিত উত্তরেও নীরব কেন্দ্র!

দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ১২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ মকুব, জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ মকুব করেছে। রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে। অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী একটি লিখিত উত্তরে জানান যে, পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি সম্মিলিতভাবে মোট ১২,০৮,৮২৮ কোটি টাকার ঋণ মকুব করেছে।

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচটি অর্থবছরে (২০২১ থেকে ২০২৫) ৫.৮২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ মকুব করা হয়েছে। মন্ত্রক স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ‘রাইট-অফ’ একটি কারিগরি অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি এবং এটি ঋণগ্রহীতার ঋণ মকুব করে না। মন্ত্রী বলেন, এই ধরনের রাইট-অফ ঋণগ্রহীতাদের দায়মুক্তি দেয় না এবং এটি ঋণগ্রহীতার জন্য কোনও সুবিধা নয়। তাঁর বক্তব্য, ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন এবং ব্যাঙ্কগুলি এই অ্যাকাউন্টগুলিতে শুরু করা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাধারণত, যে সমস্ত নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস-এর জন্য সম্পূর্ণ প্রভিশনিং করা হয়েছে, সেগুলি চার বছর পর ব্যালেন্স শিট থেকে রাইট-অফ করা হয়। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১,৬২৯ জন স্বতন্ত্র ঋণগ্রহীতাকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের সম্মিলিত বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর অধীনে ১৫,০০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মোদির ‘আচ্ছে দিনে’র কী হাল! দেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ৯ লক্ষ

প্রতিবেদন : আহা, আচ্ছে দিনের কী নমুনা! মোদির ‘সুশাসনে’ দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়েছে নাগরিকদের! পাঁচ বছরে ভারত ছাড়ার পরিসংখ্যানে নজর দিলে চোখ কপালে উঠবে! মোদি জমানায় ভারত ছেড়েছেন প্রায় ৯ লক্ষ নাগরিক। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ‘ব্রেন ড্রেন’ নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে, ‘প্রচারমন্ত্রী’ এতই যদি আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেশবাসীকে, তা হলে কেন দেশ ছাড়ছেন এই বিপুল সংখ্যক নাগরিক? খোদ নরেন্দ্র মোদি সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যানই বলছে, এ-বছরে দেশ ছেড়েছেন ২ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়। পাঁচ বছরে দেশছাড়ার সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ! সম্প্রতি বাদল অধিবেশনে রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মোদি সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র ২০২৪ সালে ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন ২ লক্ষ ৬ হাজার মানুষ। বিগত দু’বছরে অর্থাৎ ২০২২ ও ২০২৩ সালেও দু’লক্ষাধিক মানুষ ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, শেষ তিন বছর ধরেই ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়ার প্রবণতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সচরাচর দেশের সেরা মেধাবীরা বিদেশে ভাল চাকরি বা ব্যবসার সুযোগ পেলে বিদেশে পাড়ি দেন। এই প্রবণতাকে বলা হয়, ‘ব্রেন ড্রেন’। এই ‘ব্রেন ড্রেনে’র প্রবণতা বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদ্বেগের। এই প্রবণতা প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এতদিন যে প্রচার করে এসেছেন তা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। দেশে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি, কমেছে। সেই কারণেই এই বিপুলসংখ্যক ‘ব্রেন ড্রেন’।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, মোদি-আমলে বিগত কয়েক বছরে ভারতের করকাঠামো জটিল হয়েছে। ভাল কাজের সুযোগ কমছে। বেড়েছে অসহিষ্ণুতা, হিংসা। ফলে উদ্বিগ্ন শিক্ষিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবসমাজ কেরিয়ারের জন্য বিদেশকেই উপযুক্ত বলে বেছে নিচ্ছেন।

সিপিএমকে দেশপ্রেম শিখতে বলল বম্বে হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : বম্বে হাইকোর্টে সজোরে ধাক্কা খেল সিপিএম। শুক্রবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রীতিমতো কড়া ভাষায় সবক শেখাল সিপিএমকে। সাফ জানাল, আগে নিজের দেশের নগরিকদের জন্য দেশপ্রেম দেখান। গাজার জন্য কথা বলা মোটেই দেশপ্রেম নয়। বম্বে হাইকোর্টের এই কড়া মনোভাবে রীতিমতো অস্বস্তিতে সিপিএম। সাধারণ মানুষের ব্যাখ্যায়, আদালত সিপিএমকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, আগে নিজের চরকায় তেল দাও।

গাজায় ইজরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে আজাদ ময়দানে সভা করতে চাওয়ার আবেদন করেছিল সিপিএম। সেই আবেদন পত্রপাঠ খারিজ করে দেয় বম্বে হাইকোর্ট। বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুঘে ও বিচারপতি গৌতম আঙ্খাদের ডিভিশন বেঞ্চ সিপিএমের এই আবেদনের পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করে, আগে নিজেদের দেশের নাগরিকদের জন্য দেশপ্রেম দেখান। বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুঘের যুক্তি, আমাদের দেশে বহু ইস্যু আছে। আমরা এই ধরনের কিছু চাই না। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনারা গাজা, প্যালেস্টাইন দেখছেন, কিন্তু কেন নিজেদের দেশের জন্য কিছু করছেন না?

২৪ জুলাই, মহাজাতি সদনে শিল্পী সংসদের উদ্যোগে মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হয় স্মরণ অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীরা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডুয়েট গাইলেন ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে। গান শোনালেন আরও কয়েকজন শিল্পী। প্রদান করা হয় সম্মাননা। সবমিলিয়ে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত উত্তমকুমার স্মরণ অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। ঘুরে এসে লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

উত্তমকুমার স্মরণে

ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ এমনিতেই মায়াবী। যেন আরও বেশি মায়ারং ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহস্পতিবার বিকেলে। একটি আলো ঝলমলে অনুষ্ঠান ঘিরে। অনুষ্ঠানটি এমন একজনের স্মরণে, যিনি ৪৫ বছর আগে, ১৯৮০-র ২৪ জুলাই, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি মহানায়ক উত্তমকুমার। বাঙালির ম্যাটিনি আইডল।

সাড়ে চার দশক সশরীরে নেই। তবে ভুবন ভোলানো হাসি ছড়িয়ে তিনি আছেন। রাজার মতো। অগণিত মানুষের হৃদয়ে। তাঁকে ভোলা অসম্ভব। আজও আছেন জোর চর্চায়। তাঁকে ঘিরে আয়োজিত হয় চলচ্চিত্র উৎসব, অনুষ্ঠান। বর্তমান সময়ের নামী পরিচালকদের বক্স অফিসের বৈতরণী পেরোতেও নিতে হয় তাঁর মুখ, তাঁর নাম, তাঁর সিনেমার গানের আশ্রয়। তিনি মহাগুরু। মিশে গেছেন বাঙালির আবেগে। কয়েক প্রজন্ম ভক্ত। এই সময়ের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারাও পর্দায় তাঁকে দেখে মুগ্ধ, মোহাচ্ছন্ন। এমনিই জাদু। তাই তাঁকে ঘিরে দিন দিন বেড়েই চলেছে মানুষের উন্মাদনা।

বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই, মহানায়কের প্রয়াণদিবসে, আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে, উত্তমকুমার স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে। বিকেল সাড়ে চারটে ছিল নির্ধারিত সময়। তার আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহ। শহর কলকাতার পাশাপাশি, এসেছিলেন দূর-দূরান্তের মানুষজন। বয়স্ক, মধ্যবয়স্কদের পাশাপাশি ছিলেন কম বয়সি দর্শকেরাও। চোখ-ধাঁধানো মঞ্চসজ্জা। পিছনের পর্দায় ভেসে উঠছিল মহানায়কের ছবি, মহানায়ক অভিনীত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের নাম।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মহানায়কের প্রতি। এছাড়াও ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বিধায়ক মদন মিত্র, বিধায়ক অদিতি মুন্সী, বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল, চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস প্রমুখ। এসেছিলেন মহানায়কের পরিবারের সদস্যরাও। সবমিলিয়ে চাঁদের হাট। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে তাঁরাও মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

এই অনুষ্ঠানে 'মহানায়ক সম্মান' প্রদান করা হয় সোমনাথ কুণ্ডু, আনন্দ আঢ্য, গার্গী রায়চৌধুরী, ইমন চক্রবর্তী, রূপঙ্কর বাগচীকে। 'মহানায়ক শ্রেষ্ঠ সম্মান' প্রদান করা হয় গৌতম ঘোষকে। প্রত্যেকের হাতে সম্মাননা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা জানান সম্মাননা প্রাপকদের।

পরিবেশিত হয় মনোগ্রাহী সংগীতানুষ্ঠান। মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনীত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গান গেয়ে শোনান এই সময়ের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীরা। শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন সবিতা চৌধুরী ও সহশিল্পীদের গাওয়া 'সিস্টার' ছবির 'বিশ্বপিতা তুমি'। মনোময় ভট্টাচার্য শোনালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মন নিয়ে' ছবির 'ওগো কাজলনয়না হরিণী'। তৃষা পাড়ুই গাইলেন গীতা দত্তের গাওয়া 'হারানো সুর' ছবির 'তুমি যে আমার'। বিবেক কুমার শোনালেন 'রাজকুমারী' ছায়াছবির 'কী বলিতে এলে'। মূল গানটি গেয়েছিলেন কিশোর কুমার। জোজো শোনালেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'কে জানে ক-ঘণ্টা'। ছায়াছবির নাম 'সোনার খাঁচা'। নচিকেতা চক্রবর্তী পরিবেশন করেন 'ছদ্মবেশী' ছবি থেকে মান্না দে-র গাওয়া 'আমি কোন পথে যে চলি'। ঐতিহ্য রায় গাইলেন লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'মন নিয়ে' ছবির 'চলে যেতে যেতে দিন চলে যায়'। রূপঙ্কর বাগচী শোনান 'আনন্দ আশ্রম' ছবির 'পৃথিবী বদলে গেছে'। মূল গায়ক কিশোর কুমার। রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় মান্না দে-র গাওয়া 'দুই পুরুষ' ছবির 'বেহাগ যদি না হয় রাজি'। ইমন চক্রবর্তী শোনান 'দেয়া নেয়া' ছবির 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন'। মূল গায়ক শ্যামল মিত্র।

এরপরেই চমক। গান গাইতে উঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চে ডেকে নেন ইন্দ্রনীল সেন। তাঁরা পরিবেশন করেন ডুয়েট। 'দেয়া নেয়া' ছবিতে শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে'। পরে ইন্দ্রনীল সেন এককভাবে শোনান 'আনন্দ আশ্রম' ছবি থেকে কিশোর কুমারের গাওয়া 'আশা ছিল ভালবাসা ছিল'। শেষে বাবুল সুপ্রিয় পরিবেশন করেন একই শিল্পীর গাওয়া 'অমানুষ' ছবির 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর'।

প্রত্যেক শিল্পীর পরিবেশনাই মন ছুঁয়ে যায়। গেয়ে ওঠেন সাধারণ দর্শকেরাও। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোতে বেরোতে অনেকেই গুনগুন করতে থাকেন অনুষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন গানের কলি। এটাই উত্তমকুমারের জাদু। এতবছর পরেও অটুট। সত্যিই তিনি অতুলনীয়। আছেন মানুষের অন্তরে। আগামী দিনেও থাকবেন। এইভাবেই। নায়ক তো অনেক, তবে মহানায়ক একজনই। আজও তাঁর আকর্ষণে পূর্ণ হয় প্রেক্ষাগৃহ। স্মরণ-অনুষ্ঠানটি ছিল রূপকথার মতো। মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে। আজীবন। **ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়**

মাঠে ময়দানে
26 July, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডব্লুপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্সের হেড কোচ হলেন অভিষেক নায়ার। তিনি আগেও এই দলের প্রস্তুতি শিবিরে যুক্ত ছিলেন

আজ বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে মুখোমুখি দুই ভারতীয়

দিব্যার ফর্ম ভাবাচ্ছে হাম্পিকে

বাতুমি, ২৫ জুলাই : মঞ্চ তৈরি। শুধু পর্দা ওঠার অপেক্ষা। শনিবার জর্জিয়ার বাতুমিতে ফিডে মহিলা বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে মুখোমুখি দুই ভারতীয় কোনেরু হাম্পি এবং দিব্যা দেশমুখ। ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্ব দাবার ফাইনালে অল ইন্ডিয়ান ডুয়েল। ৩৮ বছরের হাম্পি অভিজ্ঞ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। হাম্পির থেকে বয়সে দ্বিগুণ ছোট ১৯ বছরের দিব্যা আইএম (ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার) হিসেবেই বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়েছেন। চ্যাম্পিয়ন হলেই গ্র্যান্ডমাস্টারের নর্ম পেয়ে যাবেন দিব্যা। রবিবারের মধ্যে ম্যাচের ফয়সালা হতে পারে। টাইব্রেকার হলে ম্যাচ গড়াতে পারে সোমবার। হাম্পি গতবার র‍্যাপিডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এবার ক্লাসিক্যাল গেমেও বিশ্বসেরা হওয়ার হাতছানি তাঁর সামনে। তবে তাঁর সামনে কঠিন বাধা দিব্যা। ফাইনালের আগে নিজেই তা স্বীকার করে নিলেন হাম্পি। বললেন, টুর্নামেন্টে দারুণ ফর্মে রয়েছে দিব্যা। ফাইনালে খুব কঠিন ম্যাচ হবে। তবে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার খুশি ভারতীয় দাবাপ্রেমীদের খুশির মুহূর্ত উপহার দিতে পেরে। হাম্পির কথায়, ভারতীয় দাবাপ্রেমীদের জন্য দারুণ মুহূর্ত। মেয়েদের দাবায় বিশ্বসেরার খেতাব ভারতেই আসছে।

অভিজ্ঞতাই হাম্পিকে ফাইনালে এগিয়ে রাখছে, জানিয়েছেন গ্র্যান্ডমাস্টার শ্যামসুন্দর মোহনরাজ। তিনি বলেন, হাম্পির অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। কিন্তু ফাইনালে দিব্যা প্রথম গেম শুরু করবেন সাদা ঘুঁটি নিয়ে। সেটা নির্ণায়ক হতে পারে। র‍্যাপিডে শক্তিশালী হাম্পি। তাই দিব্যা চাইবে না গেম টাইব্রেকারে নিয়ে যেতে। ক্লাসিক্যাল রাউন্ডেই জেতার চেষ্টা করবে।

নীরজ-নাদিম দ্বৈরথ অনিশ্চিত

সিলেসিয়া, ২৫ জুলাই : আগামী ১৬ অগাস্ট পোল্যান্ডের সিলেসিয়ায় পরের ডায়মন্ড লিগে নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিমের দ্বৈরথের দিকে নজর ছিল সবার। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার নাদিমের সম্প্রতি চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেরে উঠলেও ডায়মন্ড লিগে নামার ঝুঁকি নাও নিতে পারেন নাদিম। এমনটাই জানিয়েছেন পাক তারকার কোচ।

প্যারিস অলিম্পিকের পর প্রথমবার পোল্যান্ডের সিলেসিয়ায় ডায়মন্ড লিগে নীরজ ও নাদিমের দ্বৈরথ হওয়ার কথা। টুর্নামেন্টের সূচিতে দু'জনের নামও রয়েছে। আয়োজকরা কয়েকদিন আগে সেই সূচিও প্রকাশ করেছে। টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে সুইজারল্যান্ডেও নীরজ-নাদিম মুখোমুখি হওয়ার কথা। কিন্তু শুক্রবার নাদিমের কোচ সলমান বাট জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আগে অলিম্পিক সোনাজয়ী নাদিমের আসন্ন ইভেন্টগুলিতে নামা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

নাদিমের কোচ বলেছেন, আর্শাদ এখন পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছে সেপ্টেম্বরে টোকিওর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। যে কারণে কাফ মাসলে অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ চোট বেশ ভোগাচ্ছিল তাকে। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে উঠছে। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্শাদের কাছে। গতবার বুদাপেস্টে নীরজের পরে শেষ করেছিল। তাই আগের ইভেন্টগুলিতে আর্শাদ নামবে কি না, বলা যাচ্ছে না।

দ্য হান্ড্রেড-এ গোয়েঙ্কার দল

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় দল কিনলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালের ৭০ শতাংশ শেয়ার তিনি কিনে নিয়েছেন। আগেই কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার চুক্তিতে সই হয়েছে। এবার ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনাল নামেই খেলবে এই দল। পরেরবার থেকে নাম হবে ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টস। এই দল ফুটবলের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চায়। প্রসঙ্গত লখনউ সুপার জায়ান্টসেরও মালিক গোয়েঙ্কা। সিএসকে, কেকেআর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো তাঁর দলও এবার বিদেশি লিগে খেলবে।

ডেভিস কাপ দলে ফিরলেন নাগাল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : দু'বছর পর ডেভিস কাপ দলে ফিরলেন ভারতের এক নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় সুমিত নাগাল। সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ানের প্রথম রাউন্ডে অ্যাওয়ে টাইয়ের জন্য আট সদস্যের ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন সুমিত। আগের দু'টি টাইয়ে দলে না থাকা যুকি ভামব্রিও দলে ফিরেছেন। বাদ পড়েছেন রামকুমার রমানাথন।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে মরক্কোর বিরুদ্ধে শেষবার ডেভিস কাপে খেলেছিলেন নাগাল। দু'টি সিঙ্গলসই জিতেছিলেন তিনি। ভারতও ৪-১ ফলে টাই জিতেছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে টাই খেলতে যেতে না চাওয়ায় দল থেকে বাদ পড়েন। এরপর দলে নাগালের জায়গা হয়নি নাগালের। র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩০০-র বাইরে চলে যান ভারতীয় তারকা। এখন নাগালের র‍্যাঙ্কিং ৩০৬। সিঙ্গলসে নাগাল ছাড়াও দলে রয়েছেন করণ সিং (৪০৩), তরুণ আরিয়ান শাহ (৪৪২), শশীকুমার মুকুন্দ (৪৬৩) এবং প্রতিভাবান ডি সুরেশ (৭৯০)। সুরেশ রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে থাকছেন টাইয়ে। দেশের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কের খেলোয়াড় যুকি (৩৫) এবং শ্রীরাম বালাজি (৭৫) ডাবলস প্লেয়ার হিসেবে রয়েছেন দলে। ডাবলসে রিজার্ভ খেলোয়াড় হলেন ঋত্বিক বোল্লিপাল্লি (৭৭)। ১২ সেপ্টেম্বর থেকে সুইজারল্যান্ডের বিয়েলে টাই হবে ইন্ডোর কোর্টে। নাগালের দলে ফেরা নিয়ে অধিনায়ক রোহিত রাজপাল বলেন, সুইস কোর্টে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে নাগালের। এটা কাজে লাগবে।

পরিবর্তে অনুমোদন দিতে পারে আইসিসি

দুবাই, ২৫ জুলাই : ঋষভ পন্থের চোট থেকে শিক্ষা নিয়ে একই ধরনের পরিবর্ত খেলানোয় দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার পথে আইসিসি। চলতি ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম দিন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার ব্যাট করার সময় রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ক্রিস ওয়কসের বলে পায়ের পাতায় গুরুতর চোট পান। পায়ের হাড় ভেঙে যায় ঋষভের। ভাঙা পা নিয়েই দলের প্রয়োজনে প্রথম ইনিংসে তিনি ব্যাট করতে নামলেও কার্যত একজন ব্যাটার কম নিয়েই দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে হবে ভারতকে। এই ধরনের গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় পরিবর্ত খেলানোর দাবি জানিয়েছেন সুনীল গাভাসকর, মাইকেল ভনরা। আইসিসি সূত্রে যা খবর তাতে শীঘ্রই পরিবর্ত খেলানোয় অনুমোদন দেবে তারা।

শুক্রবার আইসিসি-র একটি সূত্র বলেছেন, খেলোয়াড়ের শরীরের বাহ্যিক আঘাতের কারণে দলগুলি পরিবর্ত খেলানোর সুযোগ পেতে পারে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই আলোচনার স্তরে রয়েছে। পরবর্তী আইসিসি ক্রিকেট কমিটির সভায় এটির অনুমোদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ২৫ জুন আইসিসি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিল, ম্যাচ শুরু হওয়ার পর অথবা ম্যাচের আগে ওয়ার্ম আপে যদি একজন খেলোয়াড় গুরুতর চোট পান, তাহলে একই ধরনের পরিবর্ত খেলানোর সুযোগ পেতে পারে দলগুলি। তবে তা নিয়ে আরও আলোচনা দরকার।

পন্থের চোটের ঘটনার পর গাভাসকর বলেছেন, পরিষ্কার চোট এবং তা গুরুতর। এক্ষেত্রে পরিবর্ত অবশ্যই দরকার। একটা কমিটি গড়ে সেখানে চিকিৎসক বা মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ রাখা হোক এবং পরিবর্ত খেলানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

সিন্ধু-জয়ী উন্নতিকে হারালেন ইয়ামাগুচি

চাংঝৌ, ২৫ জুলাই : চিনা ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পিভি সিন্ধুকে হারিয়ে নজর কেড়েছিলেন উন্নতি হুদা। কিন্তু ১৭ বছরের ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা আর বেশি এগোতে পারলেন না। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হেরে গিয়েছেন বিশ্বের চার নম্বর জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির কাছে। খেলার ফল ১৬-২১, ১২-২১। উন্নতির হারের সঙ্গেই টুর্নামেন্টে ভারতের সিঙ্গলস দৌড় শেষ হয়ে গেল।

উন্নতি আগের দিন আইডল ও দুবারের অলিম্পিক পদক জয়ী সিন্ধুকে হারিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। কেরিয়ারে এটাই তাঁর সবথেকে বড় জয়। কিন্তু এই জয়ের রেশ খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল ইয়ামাগুচির কাছে হারে। প্রথম গেমে উন্নতি তাও তাঁর জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দৌড় করিয়েছিলেন। কিন্তু পরের গেমে আর সুবিধা করতে পারেননি। এই গেমে ইয়ামাগুচি টানা ছ'টি পয়েন্ট তুলে নেন।

সিন্ধুকে হারিয়ে উন্নতি বলেছিলেন, আমি ধৈর্য ধরে খেলার চেষ্টা করেছিলাম। সাইড চেঞ্জের পর লম্বা র‍্যালি খেলার চেষ্টা করেছিলাম। যাতে ম্যাচ লম্বা হয়। আমি জিতব এতটা ভাবিনি। শুধু চেয়েছিলাম সেরাটা দিতে। ওর (সিন্ধু) বিরুদ্ধে জিতব এটা আমার কাছে অবাক করার ঘটনা। তবে জিততে পেরে খুব খুশি হয়েছি। ভাল ম্যাচ হয়েছে এখানে। বাবার কাছে ট্রেনিং নেওয়া উন্নতি ১৪ বছর বয়স থেকেই বিশেষ প্রতিভা বলে চিহ্নিত হয়েছেন। সিন্ধুকে হারিয়ে সেই প্রতিভারই প্রমাণ দিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

26 July, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

গাজিয়াবাদের তরুণীর পর যশ দয়ালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আরও এক তরুণীর। জয়পুরে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে

কিয়ান বনাম ডেভিড কল্যাণীতে আজ ডার্বি

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের সেই জৌলুস আর নেই। লিগে বাঙালির চিরকালীন বড় ম্যাচের আকর্ষণ জিইয়ে রাখার চেষ্টাও নেই আইএফএ-র। ফুটবল ক্যালেন্ডার বদলালেও লিগ এবং ডার্বির জৌলুস ধরে রাখার কোনও পরিকল্পনাই নেই কর্তাদের। পরিকল্পনার অভাবে ডুরান্ড কাপের মধ্যে বড় ম্যাচের আয়োজন করছে আইএফএ। ডার্বিটা ডুরান্ড কাপের পর অনায়াসে করা যেত। তাতে পূর্ণশক্তির দল খেলানোর সুযোগও পেত দুই প্রধান। সেক্ষেত্রে যুবভারতীতেই ডার্বি হতে পারত। কিন্তু আইএফএ কর্তাদের অপেশাদারিত্বে তা সম্ভব নয়। নিট ফল, ৬০ হাজারি যুবভারতীর বদলে মাত্র ১০ হাজার দর্শক নিয়ে জেলার মাঠে সুদূর কল্যাণী স্টেডিয়ামে শনিবার বিকেলে হবে মরশুমের প্রথম ডার্বি। আইএফএ অবশ্য কল্যাণীর ছোট মাঠে ডার্বি সফলভাবে আয়োজন করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রস্তুতি জেসিনের। (পাশে) মোহনবাগান অনুশীলনে কিয়ান-দীপেন্দু।

দু'দলের যুব দল খেললেও ডার্বি সবসময় সমর্থকদের কাছে আবেগের। কলকাতা ডার্বি মানেই আস্ত এক ইতিহাস। কিন্তু আয়োজকদের অপদার্থতায় ২৪ ঘণ্টা আগেও ম্যাচ নিয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই দলই অবশ্য মর্যাদার ডার্বি জিততে মরিয়া। পয়েন্টের নিরিখে এগিয়ে থেকে শনিবাসরীয় বড় ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান। পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট ডেগি কার্ডোজোর দলের। অন্যদিকে, চার ম্যাচে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শেষ ম্যাচ হেরে তারা ডার্বি খেলতে নামছে। যদিও ইতিহাস বলছে, পরিসংখ্যান ডার্বিতে খাটে না। তাই দুই প্রধানই সতর্ক। ডার্বি জিতে গ্রুপ শীর্ষে ওঠাই লক্ষ্য মোহনবাগানের। অন্যদিকে, লিগে শুরুটা ভাল করেও পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতেই ডার্বি জিততে চাইছে। গত কয়েক বছরে সিনিয়র-জুনিয়র মিলিয়ে ডার্বি জয়ের খরা লাল-হলুদে। সেই খরা কাটাতে মরিয়া বিনো জর্জের দল।

ইস্টবেঙ্গলের দুর্বল রক্ষণ শেষ কয়েকটি ম্যাচে ভুগিয়েছে। সেটা মাথায় রেখেই মোহনবাগান ডার্বি হিরো কিয়ান নাসিরিকে নামাচ্ছেন ম্যাচে। আক্রমণভাগে তাঁর সঙ্গী হবেন সুহেল ভাট। এছাড়াও সিনিয়র দলের দীপেন্দু বিশ্বাস মোহনবাগানের রক্ষণ আগলাবেন। সবুজ-মেরুনের বাকিরা সবাই যুব দলের। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল তাদের সিনিয়র দলের জনা ছয়েক ফুটবলারকে নথিভুক্ত করিয়েছে ডার্বির জন্য। গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার, ডেভিড লালহানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, মার্তণ্ড রায়না, লালরামসাঙ্গা এবং মার্ক জোথানপুইয়া ডার্বির স্কোয়াডে থাকবেন। কিয়ানদের থামাতে মার্তণ্ড, মার্ক রক্ষণে খেলতে পারেন। আক্রমণে ডেভিড লাল-হলুদের ভরসা।

মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বললেন, বিপক্ষ নিয়ে নয়। নিজের দল নিয়েই ভাবছি। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে ওঠাই লক্ষ্য আমাদের। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো বললেন, ডার্বি তো একটা যুদ্ধ। সেখানে জয়টাই আসল। যে কোনও মূল্যে জিততে হবে। সমর্থকদের কাছে ডার্বির গুরুত্ব আলাদা। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে ম্যাচটা জিততেই হবে।

হেরেই চলেছে মহামেডান

প্রতিবেদন : মাঠে ও মাঠের বাইরে একেবারে বেহাল মহামেডান। এবার রেনবোর কাছেও ১-২ গোলে হেরে আরও লজ্জায় ডুবল সাদা-কালো ব্রিগেড। একদিকে ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় নতুন কোনও ভারতীয় ফুটবলার সই করাতে পারছে না ক্লাব। ট্রায়ালে থাকা ফুটবলারদের নিয়ে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে লজ্জা বাড়ছে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের। কর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, হতাশা উগরে দিচ্ছেন সমর্থকরা। ইনভেস্টর নিয়ে অনিশ্চয়তায় মহামেডানের আইএসএল খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। মাঠের পারফরম্যান্সেও ক্লাবের সম্মান নিয়ে টানাটানি। টানা চার হারে চোখের জল ফেলছেন সমর্থকরা।

শুক্রবার নৈহাটিতে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সজল বাগের পাস থেকে মহামেডানকে এগিয়ে দেন শিবা মাণ্ডি। ৭৬ মিনিট পর্যন্ত এগিয়েই ছিল মহামেডান। এরপরই সেই পুরনো রোগ। ৭৭ মিনিটে রেনবোকে সমতায় ফেরান সৌভিক ঘোষাল। ৮২ মিনিটে রেনবোর হয়ে জয়সূচক গোল অমরনাথ বাস্কের।

রেনবো-মহামেডান ম্যাচের একটি মুহূর্ত।

পাকিস্তান দলে ফিরলেন শাহিন

লাহোর, ২৫ জুলাই : পাকিস্তান দলে ফিরলেন শাহিন আফ্রিদি। কিন্তু টি-২০ দলে জায়গা হয়নি বাবর আজমের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে পিসিবি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল করার পর একদিনের দলে সুযোগ পেয়েছেন ২২ বছরের নতুন মুখ হাসান নওয়াজ। একদিনের দলের নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ রিজওয়ান। যে দলে বাবর, শাহিন, নাসিম শাহ, ফকর জামানরা রয়েছেন। টি-২০ দলের নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আগা। এই দলে নাসিম না থাকলেও শাহিন অবশ্য রয়েছেন। তবে দুটি দলেই জায়গা পেয়েছেন হাসান আলি। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর তিনি আবার জাতীয় দলে ফিরলেন।

নেমেই হ্যাটট্রিক রোমা তারকার

রোম, ২৫ জুলাই : লোনে রোমায় খেলতে এসে দারুণ নজির গড়লেন স্ট্রাইকার ইভান ফার্গুসন। প্রথম ম্যাচে ২৪ মিনিটের মধ্যে তিনি হ্যাটট্রিক করে ফেললেন। সিগালসের থেকে রোমায় এসেছেন ফার্গুসন। গত ১৮ মাসে চোট-আঘাতে বিব্রত ছিলেন ২০ বছরের এই তরুণ। সমস্যা এতটাই ছিল যে ফার্গুসন ক্লাব পর্যায়ের ম্যাচে শেষ গোল করেছিলেন ২০২৩-এর নভেম্বরে।

অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটের ট্রায়াল হল শুক্রবার। সিএবি ইন্ডোরে মোট ২৮ জন এতে অংশ নিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, আই বি রায়, দীপ্তেশ পাকড়াশির মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

রাজদীপ-ঝড়ে শেষ চারে বাংলা

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় যুব ফুটবল বি সি রায় ট্রফিতে অপ্রতিরোধ্য বাংলা। শুক্রবার বঙ্গ ব্রিগেডের দাপটে চূর্ণ কেরল। বাংলা জিতল ৪-১ গোলে। ফের হ্যাটট্রিক মোহনবাগানের রাজদীপ পালের। একটি গোল করে দুর্গেশ তিওয়ারি। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছিল রাজদীপ। তিন ম্যাচ জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা।

জাভির আবেদনও খারিজ ফেডারেশনে

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল : সুনীল ছেত্রীদের কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার তথা প্রাক্তন বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্ডেজ। ফেডারেশনের বিজ্ঞাপন দেখে নিজের মেইল আইডি থেকে আবেদন করেছিলেন জাভি। টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যরা বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকার আবেদনপত্র দেখে প্রথমে চমকে যান। কয়েকদিন আগেই জাভি বলেছিলেন, কয়েকজন স্প্যানিশ ভারতীয় লিগে কোচিং করান বলে তিনি আইএসএল মাঝেমধ্যে দেখেন।

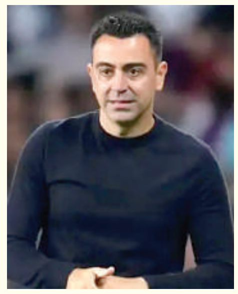

কেন জাভির আবেদন গ্রাহ্য হল না? টেকনিক্যাল কমিটির এক সদস্য বললেন, জাভি কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। হয়তো তাঁকে রাজি করানো যেত। কিন্তু তাঁকে জাতীয় দলের কোচ করে আনতে যে খরচ হত তা সামলানো খুব কঠিন ছিল। তাছাড়া জাভির কোচিং স্টাইলের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় ফুটবলারদের মানিয়ে নেওয়ার কাজটাও সহজ হত না।

ফেডারেশনের এক কর্তা স্বীকার করলেন, জাভির আবেদনপত্র দেখে চমকে গিয়েছিল সবাই। কিন্তু ফেডারেশনের হাত-পা বাঁধা। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাই প্রোফাইল কোচকে বিশাল বেতন দিয়ে আনার জায়গায় নেই এআইএফএফ। যা পরিস্থিতি, টেকনিক্যাল কমিটির শর্ট লিস্ট করা তিন কোচের মধ্যে লড়াইটা এখন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্রিটিশ কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন ও ভারতীয় খালিদ জামিলের মধ্যে। খালিদ এগিয়ে থাকলেও তিনি রাজি না হলে তৃতীয়বারের জন্য জাতীয় দলের কোচ হয়ে যেতে পারেন স্টিফেন। সম্ভাবনা কম স্লোভাকিয়ার স্তেফান তারকোভিচের।

কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : একদিকে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার অপেক্ষায় সবাই। অন্যদিকে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যথারীতি দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মসনদ হারানোর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কল্যাণ চৌবে। এবার তারই খেসারত দিয়ে বিপাকে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট। হরিয়ানা ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট সুরজ পালের তরফে আইনি নোটিশ পেয়েছেন কল্যাণ এবং ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ন। তাঁদের বিরুদ্ধে এআইএফএফ-এর সংবিধান না মানা, ফিফার আইন এবং বিচারব্যবস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে কল্যাণদের।

হরিয়ানা ফুটবল সংস্থায় নির্বাচন হয়েছিল ২০২৪ সালের ২৩ অগাস্ট। আদালত নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ছাড়াও ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এবং গুরগাঁওয়ের জেলা রেজিস্ট্রারের নজরদারিতে নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনের পর এইএফএ-র নতুন কমিটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এআইএফএফ। সভাপতি সুরজ পালের নেতৃত্বে এইচএফএ-র নতুন কার্যকরী কমিটির তিন বছরের মেয়াদকে অনুমোদনও দেওয়া হয়। কিন্তু চলতি মাসের ১৮ তারিখ আচমকাই ফিফার আইন এবং ফেডারেশনের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কল্যাণের পদক্ষেপ। আগের স্বীকৃতি উপেক্ষা করে হরিয়ানা ফুটবল সংস্থার নির্বাচিত কমিটি ভেঙে একটি অ্যাড হক কমিটি গড়ে দেওয়া হয় ফেডারেশনের তরফে। সেই কমিটির নেতৃত্বে হরিয়ানা অলিম্পিক সংস্থা। ফিফার আইন ভেঙে ফেডারেশনের মেম্বার সংস্থার নিয়ন্ত্রণ অলিম্পিক সংস্থা নিতে পারে না। ফিফা আইনে এটি ফুটবল প্রশাসনে সরাসরি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ। তাই হরিয়ানা ফুটবল সংস্থার আইনি নোটিশে কল্যাণকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে ১৮ জুলাইয়ের চিঠি প্রত্যাহার করে এইচএফএ-র নির্বাচিত কমিটির হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। তার আগে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডেকে আইনসঙ্গতভাবে যেন প্রক্রিয়াগুলি সারা হয়। তা না হলে কড়া পদক্ষেপ করবে হরিয়ানা ফুটবল সংস্থা।

মাঠে ময়দানে
26 July, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন বেদা কৃষ্ণমূর্তি। খেলেছেন ৪৮টি ওয়ান ডে ও ৭৬ টি-২০ ম্যাচ

রুটের শাসনে কোণঠাসা ভারত

ভারত ৩৫৮
ইংল্যান্ড ৫৪৪/৭ (প্রথম ইনিংস)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : জো রুটের সোনার ফর্ম চলছে। ইংলিশ ব্যাটারের শাসনে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে চাপে ভারত। একাই দেড়শো রান করলেন। টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় রুট টপকে গেলেন রিকি পন্টিং, রাহুল দ্রাবিড়, জ্যাক কালিসদের। রুটের আগে শুধুই শচীন তেন্ডুলকর। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৩৫৮ রানের জবাবে রুট, বেন স্টোকসের দাপটে ইংল্যান্ড তৃতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৫৪৪। আপাতত ১৮৬ রানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। স্টোকস ক্রিজে ৭৭ রানে। সঙ্গী লিয়াম ডসন ২১ রানে অপরাজিত।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং দেখে মনেই হয়নি তারা উইকেট নিতে পারবে। অভিষেক টেস্টে অংশুল কম্বোজের বোলিং দেখে মনেই হচ্ছে না তাঁরা উইকেট নিতে পারবেন। কম্বোজের বলের গতি ১৩০-ও পেরোচ্ছে না। রুট, অলি পোপরা সহজেই রান তুলেছেন তাঁর বলে। নির্বিষ জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজরাও ছাপ ফেলতে ব্যর্থ। কিছুটা মান রাখলেন দুই স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাদেজা। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

দিনের শুরুতে প্রথম সেশনেই পোপের উইকেট তুলে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ভারত। কিন্তু ভুল জাজমেন্টের কারণে পোপের ক্যাচ ধরতে পারেননি ঋষভ পন্থের পরিবর্ত হিসেবে কিপিং করা ধ্রুব জুরেল। পোপের গ্লাভসে লেগে বল গেলেও তা ধরতে পারেননি জুরেল। প্রথম সেশনে উইকেট তুলতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা।

লাঞ্চের পর ব্রেক-থ্রু দেন ওয়াশিংটন সুন্দর। পরপর পোপ ও হ্যারি ব্রুকের উইকেট তুলে দলকে কিছুটা স্বস্তি দেন ভারতীয় অফ স্পিনার। প্রথমে ওয়াশিংটনের বলে স্লিপে রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন পোপ। রুটের সঙ্গে তাঁর ১৪৪ রানের জুটি ভাঙে। ৭১ রান করেন পোপ। এরপর ব্রুককে (৩) স্টাম্প আউট করে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান ওয়াশিংটন। তবে ওই পর্যন্তই। ক্রিজে জাঁকিয়ে বসা রুটের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের রানের গতি আরও বাড়ে। তবে আগ্রাসী ব্যাটিং করেন রুট। তাঁকে আটকাতে ব্যর্থ ভারতীয় বোলাররা। ১৭৮ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন তিনি। টেস্টে ৩৮তম সেঞ্চুরি।

রুটের সেঞ্চুরির পর হাফ সেঞ্চুরি করেন স্টোকস। কিন্তু আউট না হয়েও তাঁকে সাজঘরে ফিরতে হল পেশিতে টান লাগায়। ওদিকে রুটের আরও এক মাইলফলক। দেড়শো রান পূর্ণ করেন। এরপরই রবীন্দ্র জাদেজার বল এগিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে ফেরেন রুট। নতুন ব্যাটার জেমি স্মিথকে আউট করেন বুমরা। ক্রিস ওয়কসকে সিরাজ আউট করার পর স্টোকস ফের ব্যাট করতে নামেন। সাত উইকেট হারালেও ততক্ষণে ইংল্যান্ড রানের পাহাড়ে।

১৫০ করে আউট হওয়ার পর রুট। শুক্রবার ম্যাঞ্চেস্টারে।

পন্থ ইস্পাতের চেয়েও কঠিন, বলছেন শাস্ত্রী

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ড্রেসিংরুমের সিঁড়ি দিয়ে ভাঙা পা নিয়ে ঋষভ পন্থ যখন খুঁড়িয়ে নামছিলেন, তখন গোটা স্টেডিয়ামের এবং টিভিতে চোখ রাখা ক্রিকেটপ্রেমীরা বিস্ফারিত চোখে অভ্যর্থনা জানানোর সময় হয়তো ভাবছিলেন, এও কীভাবে সম্ভব! ভাঙা হাত নিয়ে গ্রেম স্মিথ কিংবা ভাঙা চোয়াল নিয়ে অনিল কুম্বলের লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে পন্থের ব্যাটিং বোধহয় আগের সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে। হয়তো দ্বিতীয় ইনিংসেও দিল্লির ডাকাবুকো যুবক দলের স্বার্থে ফের ব্যাট হাতে নামবেন। কোথায় পন্থ আলাদা, বিসিসিআই টিভিতে সেটা বুঝিয়ে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। শাস্ত্রী বলছেন, ঋষভ দেখিয়ে দিয়েছে ও কী চায়। দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলতে ও ভালবাসে। ঋষভ পন্থ ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। দলের প্রতি ওর দায়বদ্ধতা নিয়ে যদি কারও কোনও সংশয় থেকে থাকে, তা নিশ্চয়ই দূর হয়েছে। প্রাক্তন অলরাউন্ডার যোগ করেন, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে আমি ঋষভের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আঙুল কেমন আছে? ভাঙেনি তো? তুমি কি খেলতে পারবে এই টেস্টে? ঋষভের উত্তর ছিল, অবশ্যই এখানে আমি খেলব। আঙুল ভাঙলেও খেলব। এটাই ঋষভ। ও নিজেকে অন্য স্তরে নিয়ে গিয়ে অনুপ্রাণিত করে। যদি ঋষভের এই হার-না-মানা মানসিকতা ভারতকে উদ্বুদ্ধ না করে, তা হলে আর কোনও কিছুই করতে পারবে না। মাঠে নামার এবং আউট হয়ে ফেরার সময় যে অভ্যর্থনা ঋষভ পেয়েছে, তা অতুলনীয়। ইংল্যান্ডের পুরো দল ওকে করতালিতে অভিনন্দন জানিয়েছে। এই জন্যই তো বাঁচা এবং খেলা। এই মুহূর্তগুলিই একজনকে বীরের মর্যাদা দেয়। তবে পন্থের চোট সাজঘরে প্রভাব ফেলবে। কারণ, একজন ব্যাটার কমে যাওয়ার চাপ থাকেই। বিশেষ করে সেটা যদি ঋষভ হয়। অভিভূত চেতেশ্বর পূজারা, যুবরাজ সিংরাও। পূজারার কথায়, ঋষভের মতো ক্রিকেটারই দরকার। যে কঠিন সময়ে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেও দলের প্রয়োজনে এগিয়ে আসবে। প্রতিটি পদক্ষেপেই ওকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছিল। যুবরাজ বলেন, চোট শরীরকে নাড়িয়ে দেয়। মনকে নয়। অতুলনীয় ঋষভ।

নির্বিষ বোলিং, হতাশ প্রাক্তন অফস্পিনার

কুলদীপ কোথায়? অশ্বিন

চেন্নাই, ২৫ জুলাই : কোথায় কুলদীপ? ম্যাঞ্চেস্টারের ফ্ল্যাট পিচে ভারতীয় বোলিংয়ের ম্রিয়মাণ চেহারা দেখে আওয়াজ তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের নিষ্প্রাণ পিচে দ্বিতীয় দিন ইংল্যান্ড ওপেনাররা বড় রান তুলে দেওয়ার পর ভারতীয় বোলিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুমরা ছাড়া কাউকে দেখে মনে হয়নি তারা ক্রলি বা ডাকেটকে চাপে ফেলতে পারেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন যেমন এতে ভারতীয় বোলারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনই কড়া সমালোচনা করেন টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনারও। প্রসঙ্গত, ভারতীয় বোলিংয়ের দৈনদশা দেখা গেল তৃতীয় দিনেও।

চতুর্থ টেস্টে চোট-আঘাতের সমস্যা নিয়ে খেলছে ভারত। চোটের জন্য এই টেস্টে নেই আকাশ দীপ। সিরিজে থেকেই ছিটকে গিয়েছেন নীতীশ রেড্ডিও। টিম ম্যানেজমেন্ট অতঃপর শার্দুল ঠাকুর ও অংশুল কম্বোজকে দলে নিয়েছে। শার্দুলকে খেলানোর অর্থ হল দল পিছনে কিছু রান চায়। কিন্তু এতে প্রথম চার টেস্টে আর জায়গা হল না কুলদীপের। অশ্বিনের আপত্তি এতেই। তিনি কোচ গম্ভীরের স্ট্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ঠিক কী বলেছেন অশ্বিন? এটাই যে, আট নম্বরে নেমে কেউ ২০-৩০ রান করে দিলে ভালই। কিন্তু আট নম্বর প্লেয়ার যদি ২-৩টি উইকেট নিতে পারে তাহলে সেটা আরও ভাল। তাতে ম্যাচের চেহারা বদলে যাবে। টিম ম্যানেজমেন্ট লর্ডস এবং বার্মিংহামে নীতীশ রেড্ডিকে খেলিয়েছে। কিন্তু ও তো আর বেন স্টোকস নয়! এরপর অশ্বিন বলেন, নীতীশ বেরিয়ে যাওয়ার পর কুলদীপকে খেলাতে বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার ছিল না। ওকে না খেলানো হল সিরিয়াস মিস। দল যেভাবে শার্দুলকে খেলাচ্ছে তাও মনঃপূত নয় অশ্বিনের।

এরপর অশ্বিন বলেছেন, আমায় কেউ যদি আগে বলত যে কুলদীপ প্রথম চার টেস্টে খেলবে না, তাহলে আমি খুব অবাক হতাম। আসলে ব্যাটিং ব্যাপারটা আমাদের অবসেশন হয় গিয়েছে। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে ওই বাড়তি ২০-৩০ রানের ভাবনা এখন চলে না।

রানের দৌড়ে রুটের সামনে একা শচীন

টপকালেন কালিস, দ্রাবিড়, পন্টিংকে

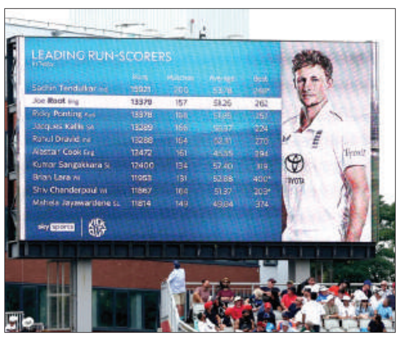

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : জ্যাক কালিস ও রাহুল দ্রাবিড় ও রিকি পন্টিংকে টপকে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন জো রুট। তাঁর সামনে এখন শুধু শচীন তেন্ডুলকর। শুক্রবার টেস্ট ক্রিকেটে ৩৬তম সেঞ্চুরি করেছেন রুট। ভারতের বিরুদ্ধে এটি তাঁর দ্বাদশ শতরান। ৩৮টি সেঞ্চুরি নিয়ে তিনি এখন কুমার সঙ্গকারার সঙ্গে চতুর্থ স্থানে। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে শচীনকে টপকে যাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি রুটের। এদিন তিনি তিন মহাতারকাকে টপকে গিয়েছেন। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক পন্টিং ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, কী অসাধারণ কেরিয়ার রুটের। যতবার ও পঞ্চাশ পেরোয়, একশো করে। বেশ বড় একশো। আগে পঞ্চাশে প্রায়ই আটকে যেত। ওর ব্যাটিংয়ে এই পরিবর্তন হয়েছে।

এবার ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে একটু ধীরে শুরু করেছিলেন রুট। কিন্তু পরে নিজের ফর্ম ফিরে পান। লর্ডসে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি সেঞ্চুরি করেন। গত পাঁচটি ক্যালেন্ডার বর্ষের মধ্যে তিনটিতে রুট এক হাজারের বেশি রান করেছেন। এই তথ্যই বলে দিচ্ছে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কী অসাধারণ ছন্দে রয়েছেন। শেষ পাঁচ বছরে রুটের গড় ৪৫। নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি আরও বেশি রান করছেন। এই ফর্ম নিয়ে আরও কয়েক বছর খেললে তিনি শচীনকেও টপকে যেতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। লিটল মাস্টার ২০০ টেস্টে ১৫,৯২১ রান করেছেন। যার থেকে খুব দূরে নেই ৩৪ বছরের ইংল্যান্ড তারকা। ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করার সময় আড়াই হাজারের সামান্য বেশি রানে পিছিয়ে ছিলেন রুট।

পুরাণ মতে শ্রাবণ মাসকে উৎসর্গ করা হয় শিবের নামে। আবার ফলদায়িনী শ্রাবণকে মনস্কামনা পূরণের মাস বলেও মনে করা হয়। ধরিত্রী সুফলা হয় শ্রাবণের ধারায় আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বাসী মানুষেরা এই সময়কাল জুড়ে নিবেদন করে নিজেদের। পার্বতী রূপে পুনর্জন্মের পর কঠিন তপস্যার ফলস্বরূপ এই শ্রাবণেই শিবকে স্বামীরূপে ফিরে পান সতী। নিবেদনের কাহিনির শুরু সেখান থেকে। শ্রাবণ মাসের পৌরাণিক মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য নিয়ে লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক**

এই শ্রাবণ...

দেবতাদের প্রিয় মাস শ্রাবণ মাস। এই মাসের পূর্ণিমাতে শ্রবণানক্ষত্রটি চাঁদের সাহচর্যে থাকে বলে এই মাসের নাম শ্রাবণ। শ্রাবণ শব্দের উৎসে রয়েছে শ্রবণ। এ-মাস যাবতীয় শুভ কথা শ্রবণের মাস। শিব হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন পালন ও সংহারে ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহাদেবের এই তিন দেবতার রূপে পরিচিত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন বিষ্ণু পালন করে আর শিব ধ্বংস করেন।

শিব পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শিব স্বয়ং ঈশ্বর রূপে বন্দিত হয়েছেন। পুরাণ মতে, হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র মাস হল শ্রাবণ মাস। এই মাসটি শিবকে উৎসর্গ করা হয়। শ্রাবণ মাসে প্রতি সোমবার বা গোটা মাস জুড়ে শিবের পুজো করার জন্য আমবাঙালি-সহ গোটা ভারতবর্ষের মানুষ অধীর আগ্রহে থাকেন।

শ্রাবণ মাসকে বলা হয় মনস্কামনা পূরণের মাস। হিন্দু পরম্পরায় শ্রাবণের পবিত্র মাসে কিছু আচার পালন করলে যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ হয় এমন ধারণা আবহমানকালের লক্ষ লক্ষ মানুষের। পুণ্য ফলদায়ী পবিত্র মাসও বলা হয় শ্রাবণকে। এই মাসের প্রতিটি দিন শুভ এবং বিশেষ দিন।

হিন্দু সংস্কৃতিতে সমুদ্রমন্থনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অপরিসীম।

পুরাণ অনুসারে অমরত্ব লাভের জন্য দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সমুদ্রমন্থন হয়। এবং সেই মন্থনে অমৃতের সঙ্গে আসে বিষ। যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

শ্রাবণ মাসেই ঘটেছিল সমুদ্রমন্থন। মন্থনের ফলে উঠে আসা বিষকে নিজকণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। এর প্রভাবে মহাদেবের কণ্ঠ নীল হয়ে ওঠে, সেজন্যই মহাদেবের আরেক নাম নীলকণ্ঠ। সেই বিষের তীব্র জ্বালা এমন ছিল যে স্বর্গের সমস্ত দেবতা শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালতে থাকেন সেই হলাহলের জ্বালা কমানোর জন্য। এই জন্যেই এই শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল, দুধ, দই, ঘি, পঞ্চগব্য দিয়ে জল প্রদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই মাস হল শিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাস। তিনি যেমন নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন তেমনই ভক্তদের রোগ ভোগ বা কোনও বিপদ থেকে রক্ষা করে আশীর্বাদ দেন। এই কারণেই এই মাস শিবের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

পুরাণে আরেকটি ঘটনার কথাও বলা আছে, সেখানে সতী দেহত্যাগের পর আবার জন্ম নেন দেবী পার্বতী রূপে। এবং শিবকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য কঠোর সাধনা শুরু করেন। দীর্ঘ সাধনার পরে পার্বতীর অটল ভক্তিতে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বিয়ে করতে সম্মতি দান করেন। এবং কথিত যে, শ্রাবণ মাসে শিব-পার্বতীর পুনর্মিলন হয় এই বিশ্বাস থেকেই অবিবাহিত মেয়েরা শ্রাবণ মাসে ব্রত পালন করে সুখী এবং সফল বিবাহিত জীবন লাভের আশায়। আবার বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তি যাতে হয় এই ফলের আশাতেও এই মাসের শিবের পুজোয় ব্রতী হন অনেকেই।

শ্রাবণ মাস ভক্তদের কাছে অনেক মাহাত্ম্যপূর্ণ। আবার এটাও বলা হয়ে থাকে, এই শ্রাবণ মাসেই শিব মর্ত্যে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে আসেন। তাঁকে ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নানারকম চেষ্টা করা হয়। অভিষেক করা হয় পঞ্চামৃত অর্থাৎ দুধ দই ঘি মধু কোশাদক দিয়ে।

যেহেতু শ্রাবণ মাসে শিব মর্ত্যে আসেন তাই এই মাসে দেবাদিদেব ভক্তদের অনেক কাছে চলে আসেন। অল্পেতেই সন্তুষ্ট শিবশম্ভু তাঁর ভক্তদের মনস্কামনা পূরণের আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। এমনটাই বিশ্বাস। এই কারণে শ্রাবণ মাসকে মস্কামনা পূরণের মাস বলা হয়ে থাকে। মর্ত্যবাসীদের কাছে শ্রাবণ মাসের তাৎপর্য অপরিসীম।

আমরা চিরকাল এমনই শুনে আসছি যে মহাদেব খুব রাগী ও তেজি দেবতা। তবে অল্পে খুশি। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে ও তাঁর কৃপা পেতে হলে সঠিক নিয়মে ও সময়ে তাঁর উপাসনা করতে হয়।

তাই শিবের উপাসকদের কাছে শ্রাবণ মাসের মাহাত্ম্যই আলাদা। শৈব উপসনা এই সময় আদর্শ। বছরের অন্য সময় শিবপুজো করলে যা পুণ্য লাভ হয় এই সময় করলে তা নাকি একশো আট গুণ বেড়ে যায়। এমনটাই কথিত।

বনমাস নিয়ে আরেকটি জনপ্রিয় কাহিনি হল এইরকম যে, ভগবান বিষ্ণু যখন তাঁর বামন অবতারের মাধ্যমে রাজা বালির পরীক্ষা করেছিলেন তখন তাঁর দানশীলতা এবং নিঃস্বার্থতার জন্য তিনি খুশি হয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু চিরকাল পাতালভজা বালির ভূবর বস্তু জগতে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী খুব মনে কষ্ট করেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব এবং ভগবান ব্রহ্মার কাছে যান। তাঁরা সব শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা বছরে চার মাস ভগবান বিষ্ণুর পরিবর্তে পাতালে কাটাবেন। এবং ভগবান বিষ্ণুকে আট মাসের জন্য মুক্ত করেন। এই চার মাসের মধ্যে শ্রাবণ মাস প্রথম মাস, এই মাস থেকেই শিব লক্ষ্মীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

শ্রাবণ সোমবারের ব্রতকথাও বেশ মনোগ্রাহী। কোনও এককালে ছিলেন এক মহাজন। মহাজন হলেও তিনি সৎ জীবনযাপন করতেন। অত্যন্ত ধার্মিক এই মহাজন শিবের উপাসক ছিলেন। কিন্তু সব সুখ থাকলেও তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। মহাজনের দীর্ঘ প্রার্থনায় তাঁদের কোলে আসে পুত্রসন্তান। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী হল তার আয়ু মাত্র বারো বছর!

প্রচণ্ড মন খারাপ এবং অদৃষ্টের

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 July, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

মঙ্গলা গৌরীর কথা

হিন্দু রীতি অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের সোমবার যেমন দেবাদিদেব মহেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়। আবার এই শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবার দিনটি উৎসর্গ করা হয় দেবী পার্বতীকে। তাই শ্রাবণ মাসের প্রতি মঙ্গলবার পালিত হয় মঙ্গলা গৌরী ব্রত। কথিত আছে এই ব্রত পালনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয় মজবুত আর শক্তিশালী। লিখলেন **কাকলি পাল বিশ্বাস**

শ্রাবণ মাস হিন্দুদের কাছে একটি পবিত্র মাস। হিন্দু ধর্মে এই শ্রাবণ মাস ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা হয়। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলো সবাই বেছে নেন দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় জল ঢালার জন্য। আর সেই কারণে শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় আমাদের কাছে। তবে শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারগুলোও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমাদের অনেকেরই অজানা। শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারগুলো উৎসর্গ করা হয় মা পার্বতীকে। আর এই দিনে মহিলারা মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালন করেন। তবে মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালনের আগে জেনে নেওয়া যাক কে এই দেবী মঙ্গলা গৌরী।

মা মঙ্গলা গৌরী

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দক্ষযজ্ঞের সময় সতী পিতৃগৃহে অপমানিত হয়েছিলেন। এবং অপমানিত হয়ে দেবী সতী আত্মাহুতি দেন। সতীর আত্মাহুতির সংবাদ পেয়ে মহাদেব প্রচণ্ড খেপে যান। তখন তিনি সেই যজ্ঞস্থানে এসে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্যে যখন ত্রিভুবন ধ্বংস হওয়ার মুখে তখন বিষ্ণু তাঁর সুদর্শনচক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডিত করে দেন। সতীর দেহ খণ্ডিত হওয়ার পরে মহাদেব তাঁর তাণ্ডবনৃত্য বন্ধ করেন এবং ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হওয়া থেকে বিরত থাকেন। সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ডিত দেহাংশগুলো যেসব স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলোই শক্তিপীঠ হিসাবে আখ্যা পায়। আর গয়াতে পড়েছিল সতীর স্তন। আর এই শক্তিপীঠটিতে মঙ্গলা গৌরী মন্দির গড়ে ওঠে। পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, দেবী ভাগবত পুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই মঙ্গলা গৌরীর মন্দিরটির উল্লেখ আছে। মঙ্গলা গৌরীকে কল্যাণের দেবী হিসাবে পুজো করা হয়। মনে করা হয় তাঁর পুজো করলে বিবাহিত জীবনে সুখ, সন্তান প্রাপ্তি এবং সংসারের শান্তি বজায় থাকবে। এই মঙ্গলা গৌরী মন্দিরটিতে প্রতি শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। আর এই পুজোই মঙ্গলা গৌরী ব্রত নামে পরিচিত।

মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন

প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে মঙ্গলা গৌরী ব্রত দেবী পার্বতীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পালন করা হয়ে থাকে। দেবী পার্বতীকে বৈবাহিক সুখ এবং সৌভাগ্যের দেবী হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী মা গৌরী তথা পার্বতীকে নারী সৌভাগ্যের রক্ষক বলা হয়ে থাকে। দেবী পার্বতীর পুজো শুধুমাত্র বিবাহিত জীবনে সুখ বয়ে নিয়ে আসে তা নয়, এর সাথে সাথে পরিবারের সুখ-শান্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বহন করে আনে। এছাড়াও যাঁরা বৈবাহিক জীবনে ঝামেলার সম্মুখীন হন অথবা যাঁদের বিয়ে হতে দেরি হয় তাঁদের এই মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

প্রথা অনুযায়ী এই দিনে বিবাহিত মেয়েরা যেমন উপবাস করে ব্রত পালন করে থাকে ঠিক তেমনি অবিবাহিত মেয়েরাও এই দিন উপবাস করে মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন করে থাকেন। বিবাহিত মহিলারা স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা, সুখী দাম্পত্য জীবন এবং অবিচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের জন্য উপবাস করে থাকে। অন্যদিকে, অবিবাহিত মেয়েরা একজন ভাল জীবনসঙ্গী পাবার জন্য মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন করে থাকে। কথিত আছে এই মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে।

ব্রতের আচার নিয়ম

শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারগুলোতে এই মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। মঙ্গলা গৌরীর উপবাসটি খুব ভোরে শুরু হয় এবং সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয় পর্যন্ত পালন করা হয়। ব্রত পালনকারী মহিলারা সকালে উঠে স্নান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে পুজোর স্থানে গঙ্গার জল ছিটিয়ে নেন। এরপর একটি কাঠের ছোট বেদির ওপর লাল বা হলুদ কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে তার ওপর দেবী গৌরীর একটি মূর্তি স্থাপন করে নেন। দেবী মঙ্গলা গৌরীর উদ্দেশ্যে এর পরে হলুদ, সিঁদুর, চাল, ফুল, নারকেল, মিষ্টি, ফল, গম, পান, সুপারি, ছোলা এবং সোলা শৃঙ্গার অর্থাৎ বিবাহিত মহিলাদের ১৬ ধরনের অলংকরণ সহকারে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। এই ব্রতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে গমের আটা দিয়ে প্রদীপ তৈরি করতে হয় এবং সেই প্রদীপ মায়ের সামনে জ্বালাতে হয়। এরপরে নৈবেদ্য প্রদান এবং আচার-অনুষ্ঠানের পর ব্রত পালনরতা মহিলারা মঙ্গলা গৌরীর ব্রতকথা শোনেন, আবার কেউ কেউ মঙ্গলা গৌরীর ব্রতকথা পড়েও থাকেন। এই ব্রত পালনের সময় নববিবাহিত মহিলারা তাদের শাশুড়িদের পোশাক, মিষ্টি এবং সৌন্দর্যের জিনিসপত্র উপহার দিয়ে তাঁদের কাছে আশীর্বাদ কামনা করেন। সর্বশেষে আরতি এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালন সমাপ্ত হয়ে থাকে।

মা মঙ্গলা গৌরীর ব্রতকথা

প্রাচীনকালে ধর্মপাল নামে একজন বণিক ছিলেন। ধর্মপালের অর্থের কোনও অভাব ছিল না। এছাড়াও তিনি ভাল গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। এরপরে একদিন ধর্মপাল একজন খুব সুন্দরী মেধাবী নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা এমনিতে খুবই সুখী ছিলেন কিন্তু বিয়ের কয়েক বছর যাওয়ার পরেও যখন তাঁদের কোনও সন্তানাদি হল না তখন তাঁরা এই ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁদের যদি কোনও সন্তানাদি না হয় তাহলে তাঁর এত বড় ব্যবসার পরবর্তীকালে কোনও উত্তরাধিকারী থাকবে না। এই নিয়ে যখন ধর্মপাল খুব উদ্বিগ্ন তখনই একদিন তাঁর স্ত্রী সন্তানের বিষয়ে কথা বলার জন্য একজন ভাল পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তাঁকে। স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ধর্মপাল শহরের সবথেকে বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই পণ্ডিত ধর্মপালকে পরামর্শ দেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যেন শিব ও মা পার্বতীর পুজো করেন। এটা করলে তাঁরা মা পার্বতীর আশীর্বাদ-ধন্য হবেন এবং অচিরেই তাঁদের কোলে সন্তান আসবে। পণ্ডিতের কথামতো ধর্মপালের স্ত্রী সমস্ত রীতিনীতি মেনে মা পার্বতী এবং শিবের পুজো শুরু করেন। ধর্মপালের এহেন ভক্তি দেখে দেবী পার্বতী ভীষণ খুশি হন। এবং তিনি আবির্ভূত হয়ে ধর্মপালের স্ত্রীকে বলেন যে ধর্মপালের স্ত্রীর ভক্তিতে তিনি প্রসন্ন। আর তাই তাঁর কাছে ধর্মপালের স্ত্রী যা চাইবেন তিনি তাঁকে তাই দেবেন। তখন ধর্মপালের স্ত্রী দেবী পার্বতীর কাছে সন্তান চান। দেবী পার্বতী তাঁকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ করেন। এক বছর পরে ধর্মপালের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু সেই পুত্র ছিল ক্ষণজন্মা। জ্যোতিষীদের কথা অনুযায়ী, মাত্র ষোলো বছর বয়সে সাপের কামড়ে সেই ছেলের মৃত্যু হবে।

(এরপর ২০ পাতায়)

শ্রাবণের সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি বোঝে একজন কৃষকই, বোঝে মাটি কর্ষণের মূল্য। আর সেই কৃষক যদি হন কোনও নারী তা হলে তিনি প্রকৃতির আরও কাছের বন্ধু হয়ে যান। এমনই এক কৃষক হলেন মুর্শিদাবাদের ভূমিকন্যা মৌসুমী বিশ্বাস। যাঁর কোমল হাতের ছোঁয়ায় কঠিন মাঠে নিত্যদিন সোনা ফলে। মেয়েরা চাষবাস করতে পারেন না এই মিথকে ফ্যাক্টসে পরিণত করেছেন মৌসুমী। পেয়েছেন বহু সম্মান এবং ভালবাসা। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ভূমিকন্যা

‘শ্রাবণে না ধরে পানি,
তেরো দিনে বন্যা জানি।’

শ্রাবণ মাস নিয়ে খনার এই বচনটির অর্থ শ্রাবণে যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় এবং জল ধারণের ক্ষমতা না থাকে তাহলে ১৩ দিনের মধ্যেই বন্যা অবধারিত। শ্রাবণ মাস নিয়ে এরকম কত কথা প্রচলিত।

ভরা বর্ষার অনুষঙ্গের অভাব নেই। বিশেষ করে শ্রাবণের অনেক রূপকল্প। আকাশ কালো করা মেঘ, অঝোর বৃষ্টি মাঝে রোদের লুকোচুরি খেলা, পদ্মপাতায় টলটলে জল, চড়ুই পাখির স্নান, মহাদেবের আরাধনা, ব্রত উপবাস, বিয়ে, মাঙ্গলিক কর্ম— সবমিলিয়ে এক অন্য মাহাত্ম্য রয়েছে এই মাসটির। কিন্তু শ্রাবণ মানেই সব ভাল এমনটা নয়। শ্রাবণের প্রকৃতি বড়ই খামখেয়ালি। সেই মুডের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ কাজ নয়। কবে হাসাবে আর কবে কাঁদাবে কেউ জানে না। কখনও পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে, দু’হাত ভরে আশীর্বাদ বর্ষণ করে, আবার কখনও খামখেয়ালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির অভিশাপ দেয়, ধ্বংস হয় ফসল, চোখের জল ফেললেও নরম হয় না সেই কঠিন প্রকৃতি মা। চাষবাস মানেই তো হল জল। সেই জল বেশি হলে বন্যা আর কম হলে খরা। তাই ফলন ভাল হতে হলে বৃষ্টির পরিমাণ হতে হবে ব্যালান্স— না একটু কম, না বেশি। সেই ভারসাম্য টালমাটাল হলেই বিপদ। কিন্তু তার গারান্টি কে দেবে? কারণ প্রকৃতিই এখানে হর্তা, কর্তা, বিধাতা। ধানচাষ হোক বা সবজি বা মাছচাষ, শ্রাবণ হোক বা ভাদ্র— সবটাই প্রকৃতি-নির্ভর। আমার মনে হয় মানুষের জীবনও প্রকৃতি-নির্ভরই। তাই প্রকৃতির বুকে সোনার ফসল ফলানোর কারিগর, সেই কৃষকদের কাছে এই নির্ভরতা কখনও গর্বের আবার কখনও অসহায়তার। কারণ তাঁদের ভাগ্য তাঁরাই জানে না। তাও প্রকৃতির সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের গভীর নিবিড় সম্পর্ক। মাটিকে জড়িয়েই তাঁদের দিনগুজরান। মাটিই তাঁদের সুখ, দুঃখের একমাত্র সাথী। মাটি কর্ষণ করে সোনা ফলানোর মতো কঠিন কাজটা তাঁরা বছরের পর বছর অনায়াসে করে থাকেন। এই কাজ শুধু শ্রমসাধ্যই নয়, এই কাজে লাগে চরম শারীরিক বলও। আর ভরা বর্ষায় সেই কাজ হয়ে যায় আরও কঠিন। তাই বোধহয় কৃষিকাজে কোনও দিনই মহিলাদের দেখা মেলেনি বড় একটা। কিন্তু সেই মিথকে ফ্যাক্টে পরিণত করেছেন মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার ছয়ঘরি গ্রামের কৃষক মৌসুমী বিশ্বাস।

২৮ বছরের নিরলস পরিশ্রমে আজ তিনি গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এক পরিচিত নাম। তিনি সফল এবং সমৃদ্ধশালী এক মহিলা কৃষক। কিন্তু সেই সাফল্য এসছে অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে, কঠোর পরিশ্রমে এবং লেগে থাকার মানসিকতায়।

দেওয়ালে সম্পূর্ণ পিঠ ঠেকে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় আজ থেকে ২৮ বছর আগে সেই অবস্থাই হয়েছিল মৌসুমীর। অজ গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে যেখানে সেই সময় ছিটেফোঁটা শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি তখনই মৌসুমীর পরিবার ছিল শিক্ষিত। মা লেখাপড়া না জানলেও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো শিখিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যত কষ্টই হোক লেখাপড়া শেখাতে হবে তবেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারবে। খুব অল্প বয়সে বাবা চলে যান। মৌসুমীর বয়স তখন মাত্র দেড়মাস। পাঁচ বোন দুই ভাইয়ের সংসার। এহেন লড়াইময় জীবনে কোনওমতে পড়াশুনো চালিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদ্যম প্রচেষ্টা ছিল সবারই। একটা সময় দাদা মুম্বইয়ে চাকরি পেলেন। খুব কমবয়সে সংসারের হালও ধরলেন। তখন মৌসুমী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পাঠরতা। কিন্তু বিধি বাম! মাঝপথেই বাজ ভেঙে পড়ল মাথায়— দাদার মৃত্যু হয় একটি দুর্ঘটনায়। অথৈ সাগরে তখন মৌসুমীর গোটা পরিবার। এবার কী হবে! মৌসুমী মাঝপথেই এমএ দ্বিতীয় বর্ষেই পড়া ছেড়ে ফিরে এলেন গ্রামে। দিশাহারা। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, এক বোন অ্যামনিশিয়ার রোগী, আর-এক দাদা শ্বাসকষ্টের রোগী। দাদার স্ত্রী ছেলেমেয়ে— সব দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ল মৌসুমীর। মৌসুমীর কথায়, ‘‘সংসারে তখন জিরো ব্যালান্স। কিচ্ছু আয় ছিল না। সেই শূন্য থেকে শুরু। তখন গ্রামের কিছু ছেলেমেয়েকে পড়ানো শুরু করি। অজ গাঁয়ের মানুষ তারাও। সবাই বেশ গরিব তাই টাকাপয়সা দিতে পারত না। অত কষ্টেও হতাশ হইনি কখনও। মা আমাকে সাহস জোগাতেন। বলতেন পরিশ্রম করতে আর ঈশ্বরকে ভরসা রাখতে।’’

মায়ের সেই অনুপ্রেরণা মৌসুমীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। শুধু ভিটেটুকু ছাড়া কিছুই ছিল না। পরের জমি লিজে নিলেন। শুরু করলেন চাষবাস। গ্রামে একমাত্র চাষবাসটাই অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে আসতে পারে এই দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর। এইভাবেই যদি সংসারের অচল গাড়ি দৌড়ায়! কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিত মেয়ে তাঁর পক্ষে জমিতে লাঙলচষা একেবারেই সহজ ছিল না। দুরূহ সেই কাজেই হাতেখড়ি হল তাঁর। এই কঠিন কাজটি করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার মুখ দেখেছেন তিনি। কী বীজ দিতে হয়, কোন সার ব্যবহার করা উচিত, কী পেস্টিসাইড দিতে হয়, কোন ফসল লাভজনক কোনও ধারণাই ছিল না তাঁর কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। তখন রেডিওর আকাশবাণীতে কিষাণবাণী অনুষ্ঠানটি মন দিয়ে শুনতেন, যেখানে কৃষি বিশেষজ্ঞরা চাষবাস সম্পর্কে নানা তথ্য দিতেন। তারপর একদিন এগ্রিকালচার অফিসে গিয়ে কিছু বই পেলেন চাষের।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 July, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

ভূমিকন্যা

(১৯ পাতার পর)

সেই সময় একমাসের একটা প্রশিক্ষণ নিলেন কৃষির ওপর। বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আবার প্রচেষ্টার শুরু। প্রথমে এক নতুন পদ্ধতিতে ধানচাষ দিয়ে শুরু হল কাজ। গ্রামের একটি মেয়ে ধানচাষ করতে মাঠে নেমে পড়েছে দেখে কম কটূক্তি বা ব্যঙ্গোক্তির শিকার হননি তিনি। 'মাথার দোষ হয়ে গেছে'— এমন কথাও শুনতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু নতুন পদ্ধতির প্রয়োগে সেই ধানচাষেই সফল হলেন মৌসুমী, প্রচুর ফলন হল সেবছর। আর পিছন ফিরে তাকাননি। এরপর ওই এলাকার সবচেয়ে লাভজনক ফসল 'একানি' চাষ শুরু করেন। একানি হল একধরনের ফসল যা মাছচাষের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই ফসল তখন ভারতের বাইরেও বিক্রি হত। সেইসময় মাঠে দশ এগারো ঘণ্টা কাজ করতেন। মা পাহারা দিতেন মৌসুমীকে, জমিতে গিয়ে বসে থাকতেন। আজ হাজার হাজার চাষি-বন্ধুরা দূর-দূরান্ত থেকে তাঁকে ফোন করে পরামর্শ নেন। সুদূর কাশ্মীর থেকে এক চাষি বন্ধু আপেল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলেন। মৌসুমী আজ শুধু পরামর্শদাতাই নন, তিনি চাষিবন্ধুদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের এলাকায় গিয়ে কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় গাইড করেন। শস্যে রোগ হলে তার উপায় বাতলে দেন। ২৮ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি শুধু সফল কৃষক নন একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি-গবেষকও। তাঁর কথায়, ''বর্ষা মানে চাষির হাসিও, আবার বর্ষা মানে চাষির কান্নাও। যে চাষই করি না কেন আমরা প্রকৃতি নির্ভর। তাই অতিবৃষ্টিতে যখন বন্যা হয় বা খরায় ফসল ফলে, মেঘলা আবহাওয়ায় মাছ চাষের ক্ষতি হয় তখন আমাদের মুখে সেই হাসি থাকে না। মেঘলা প্রকৃতি মাছ চাষের ক্ষতি করে। কাজেই প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের মানিয়ে চলতে হয়।''

দীর্ঘদিনের গবেষণায় মৌসুমী আবিষ্কার করেছেন উন্নতমানের বীজ। কম জলে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় অধিক ফলনশীল ধান চাষের জন্য এই নতুন বীজটি তিনি উদ্ভাবন করেন যার নাম 'এম যামিনী'। কিন্তু কেন এই বীজ তিনি তৈরি করলেন? এই প্রসঙ্গে মৌসুমী বললেন, ''গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং দূষণের প্রভাবে পানীয় জলের পরিমাণ কমছে। আর বাড়ছে নোনা জলের পরিমাণ। ধান চাষে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। রেশিওটা হল এক কিলো ধানচাষ করতে এক হাজার লিটার জল লাগে। সেই জল খরচ যদি কমিয়ে আনতে পারি তাহলে প্রকৃতি বাঁচবে। জল খরচ কমবে। আগামী প্রজন্মের জন্য অনেকটা জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু চাষও করতে হবে। এখনও ৭০% মানুষ চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাই মনে হয়েছিল যদি এমন একটা বীজ তৈরি করা যায় যাতে জল কম লাগে। এরপর একটা দেশি ধানের বীজ এবং একটি বিদেশি ধানের বীজ সঙ্গে আরও চার-পাঁচটা বীজ নিয়ে দশ বছর গবেষণা করি। এতে যে বীজটা তৈরি হল তা অতি কম জলে চাষ হবে অর্থাৎ শুকনো আবহাওয়াতে লাগিয়ে দিলেও ফলন হবে।''

মৌসুমীর এই আবিষ্কার এখনও পুরোপুরি সরকারি ছাড়পত্র পায়নি, আরও বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকি রয়েছে, যেগুলো পেরিয়ে আগামী দিনে এই নতুন বীজ নতুন দিগন্তের সূচনা করবে আশা করাই যায়।

ফল, সবজি, ধান সবরকম চাষের সিংহভাগ কাজ তিনি একা হাতে সামলান। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ একাই করে চলেছেন। এ যুগের বিস্ময় বালিকা না হলেও বিস্ময় নারী তো তিনি বটেই। সেই সঙ্গে সামলেছেন নিজের পরিবারকেও। আকাশবাণী, দূরদর্শন থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নিয়মিত। বহু চ্যানেলের তিনি আমন্ত্রিত অতিথি। পেয়েছেন বহু পুরস্কার। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কৃষকরত্ন' সম্মান, ২০১৬-তে 'কৃষি রবি' সম্মান, ২০১৭-তে 'কৃষক সম্মান' অ্যাওয়ার্ড, ন্যাশনাল ইনোভেশন অফ ইন্ডিয়া তাঁকে দেন 'কৃতী কৃষক' সম্মান, ইন্ডিয়ান আর্মির তরফেও তিনি পেয়েছেন বিশেষ সম্মান। ২০২৫-এ তাঁর জেলা মুর্শিদাবাদ প্রশাসনের তরফে তাঁকে দেওয়া 'ভূমিকন্যা' অ্যাওয়ার্ড। আগামী দিনে মৌসুমীর পরিকল্পনা প্রকৃতিকে বাঁচানো, চাষে যথেচ্ছ সার আর কীটনাশকের ব্যবহার কমানো, বিষমুক্ত ফসল ফলানো। এর জন্য জরুরি উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন। যেসব মেয়ে আগামীতে কৃষিতে আসতে চান মৌসুমী তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেন। চাষের দিদিমণি হিসেবে আজ গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে চেনেন। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বাকি সময়টাও তিনি কৃষক বন্ধুদের জন্যই নিবেদন করেছেন। মৌসুমী বিশ্বাস আজ শুধু মেয়েদের কাছে নয় সমগ্র মানবজাতীর অনুপ্রেরণা।

এই শ্রাবণ...

(১৭ পাতার পর)

লিখন বলে মেনে নিয়ে ছেলেকে বড় করতে লাগলেন মহাজন ও তাঁর স্ত্রী। বারো বছর বয়েস হলে ছেলেকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে পাঠান কাশীতে অধ্যয়নের জন্য।

পথে দেখা গেলে একটি বিয়ের আসর। কিন্তু সেখানে তখন কান্নার রোল। কারণ বর চোখে দেখে না। পাত্রীর বাবা অনুরোধ করলেন মহাজনপুত্রকে বরের আসনে বসতে। বালকের আত্মীয় বললেন তার অদৃষ্টলিখনের কথা। কিন্তু তাতেও রাজি হলেন পাত্রীর বাবা।

মহাজনপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। নতুন বউকে নিয়ে সে গেল কাশী। এরপর এল তার শেষ সময়।

কিন্তু মহাজন আর তাঁর স্ত্রীর ভক্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন মহাদেব। তাই তিনি অদৃষ্টলিপি বদলে দীর্ঘ জীবন দিলেন মহাজনপুত্রকে। পুত্র ফিরে এল বাবা-মায়ের কাছে। সংসার ভরে উঠল সুখ শান্তি ও আনন্দে।

একেক জায়গায় বা এক-একটি রাজ্যে একেকভাবে পালন হয় শ্রাবণ মাসের শিব পুজো। রাজস্থানি, গুজরাতিরা শ্রাবণ মাস ধরে সূর্যাস্তের পর কিছু খান না। এমন রীতি ওখানে প্রচলিত। তার আগে সারাদিন নিরামিষ হালকা খাবার সাবুমাখা বা ফলমূল খেয়ে থাকেন।

অনেক জায়গায় ভক্তরা নুনহীন খাবার খান গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে। কেউ কেউ আবার শ্রাবণ মাসের সোমবারে একদম নির্জলা উপবাসে থাকেন। বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে পুরুষ-

নারী এই শ্রাবণ মাসে শিবের ব্রত পালন করেন। অনেক ভক্ত শ্রাবণ মাসে সাপ হত্যা করে না। প্রতি সোমবার নির্দিষ্ট করে পুকুর বা যেকোনও জলাশয়ে গিয়ে মাছকে খাবার খাওয়ানোর রীতি পালন করেন। এই একটা মাস নেশা-ভাঙ থেকে বিরত থাকেন। শ্রাবণ মাসে শিবের উপাসকরা জলাভিষেক বা রুদ্রাভিষেক করে থাকেন। রুদ্রাভিষেকেও বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

রুদ্রাভিষেক হল ভগবান রুদ্রের অর্থাৎ শিবেরই একটি বিশেষ পুজো। এই পুজোর মাধ্যমে শিবের উগ্ররূপের পুজো করা হয় আমাদের প্রসিদ্ধ পুরাণ রামায়ণেও রুদ্রাভিষেকের উল্লেখ রয়েছে।

রুদ্র অর্থাৎ শিব কল্যাণকর। তিনি নেতিবাচকতার বিনাশকারী। পুজার অর্থ যা পূর্ণতা থেকে জন্মগ্রহণ করে।

বৈদিক শাস্ত্রে রুদ্রাভিষেক নিয়ে বলা হয়েছে দুঃখ থেকে মুক্তি, আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সমৃদ্ধির জন্যই রুদ্রপুজোর বিধি। রুদ্রাভিষেক ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন কাল থেকে অনুসৃত একটি রীতি। পৃথিবীতে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক শক্তি দুই-ই সবসময় খেলা করে। এই পুজো নেতিবাচক শক্তি দূর করে ইতিবাচক শক্তি তৈরি করে। ভক্তেরা ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করে রোগ-ভোগের মতো নেতিবাচক শক্তি, ইতিবাচক শক্তি, শান্তি-সমৃদ্ধি আনন্দে যেন রূপান্তরিত হয়। শরীর মন এবং আত্মার তিনটে স্তরে শান্তি যেন থাকে এমন প্রার্থনাই করা হয় এই পুজোয়। বিশ্বাস করা হয় যে শিব বা রুদ্রের উপাসনা রোগের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে।

হিন্দুধর্মে ভগবান শিব একজন বিশিষ্ট দেবতা। বিভিন্ন রূপে চিত্রিত তিনি। কখনও গভীর ধ্যানে নিযুক্ত একজন শান্ত তপস্বী, এখনও গলায় জড়ানো সাপ আর হাতের জিরো ভাবে আঁকড়ে ধরা ত্রিশূল তৃতীয় নয়ন সজ্জিত দেবাদিদেব মহাদেব পরম দেবত্বের প্রতীক। আপনি সৃষ্টির প্রতিটি পরমাণুতে নিরাকার এবং সর্বব্যাপী।

হিন্দুধর্ম অনুসারে শ্রাবণ মাস ভগবান শিবের মাস হিসেবে পালিত হয় এই মাসে পুজো করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

মঙ্গলা গৌরীর কথা

(১৮ পাতার পর)

যাই হোক পুত্রের নামকরণ সমাপ্ত হলে ধর্মপাল জ্যোতিষীকে তাঁর পুত্রের ক্ষণজন্মা হওয়ার কথা সবিস্তারে বলেন। তখন সেই জ্যোতিষী ধর্মপালকে পরামর্শ দেন যে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যেন তার পুত্রের বিয়ে দেওয়া হয় যে মেয়েটি মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালন করে। জ্যোতিষীর কথা অনুযায়ী ধর্মপাল তাঁর ছেলেকে মঙ্গলা গৌরীর ব্রত পালনকারী একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। এরপর সেই মেয়ের পুণ্যের জন্য ধর্মপালের ছেলে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিলাভ করে। এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। আর এইভাবেই মা মঙ্গলা গৌরীর ব্রত দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রতের উপবাসের নিয়ম

মঙ্গলা গৌরী ব্রতের উপবাসের অনেক ধরনের নিয়ম আছে। বলা হয়ে থাকে, যাঁরা এই ব্রত পালন করেন সেই উপবাসকারী মহিলাদের ব্রত চলাকালীন সারাটা দিন শৃঙ্খলা এবং পবিত্রতা বজায় রাখতে হয়। এদিন মঙ্গলা গৌরীর পুজো করার পরে ফলাহার করা যায়। কিন্তু রান্নাকরা খাবার এদিন মুখে তোলা যায় না।

এই ব্রত পালনের আরও একটি নিয়ম আছে, যারা এই ব্রত শুরু করেন তাঁদের একনাগাড়ে পুরোপুরি নিয়ম মেনে পাঁচ বছর অথবা ষোলো বছর এই ব্রত পালন করতে হয়। এবং শেষ বছরে এই পুজোর উদযাপন করা হয়। তবে মনে করা হয় বা বিশ্বাস করা হয় যে যথাযথ ভক্তি এবং আচার অনুষ্ঠানের সাথে এই মঙ্গলা গৌরী ব্রত যদি একবারও কেউ পালন করে, তাহলে তার জীবনে ও সংসারে শান্তি এবং সৌভাগ্য বিরাজ করে।

মঙ্গলা গৌরী ব্রতের সময়

শ্রাবণ মাসের মঙ্গলবারগুলোতে মঙ্গলা গৌরী ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত দেবী পার্বতীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত একটি ব্রত। মহিলারা ব্রতের দিন সকালে উঠে স্নান করে সুন্দরভাবে সেজেগুজে দেবী গৌরীর পুজো এবং উপবাস পালন করেন। সন্ধেবেলায় চাঁদ ওঠার পরে এই উপবাস তাঁরা ভাঙেন। সমস্ত মহিলার মধ্যে এই মঙ্গলা গৌরী ব্রতের গুরুত্ব অপরিসীম। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী দেবী পার্বতী ভগবান শিবকে খুশি করতে এবং তাঁর আশীর্বাদ পেতে এই ব্রত পালন করেছিলেন। আর সেই কারণে মনে করা হয় যে যদি কোনও মহিলা ভক্তি সহকারে এই ব্রত পালন করেন তাহলে তাঁদের স্বামীর জীবনে মঙ্গল, সুখ এবং সমৃদ্ধি বাহিত হবে। এই মঙ্গলা গৌরী ব্রত উৎসবটি আবার মাতৃত্বের সাথেও যুক্ত। বিশ্বাস অনুযায়ী যাঁরা এই ব্রত পালন করেন তাঁরা মাতৃত্বের আশীর্বাদ পেতে পারেন।